সাফল্যের ৫ বছর

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়

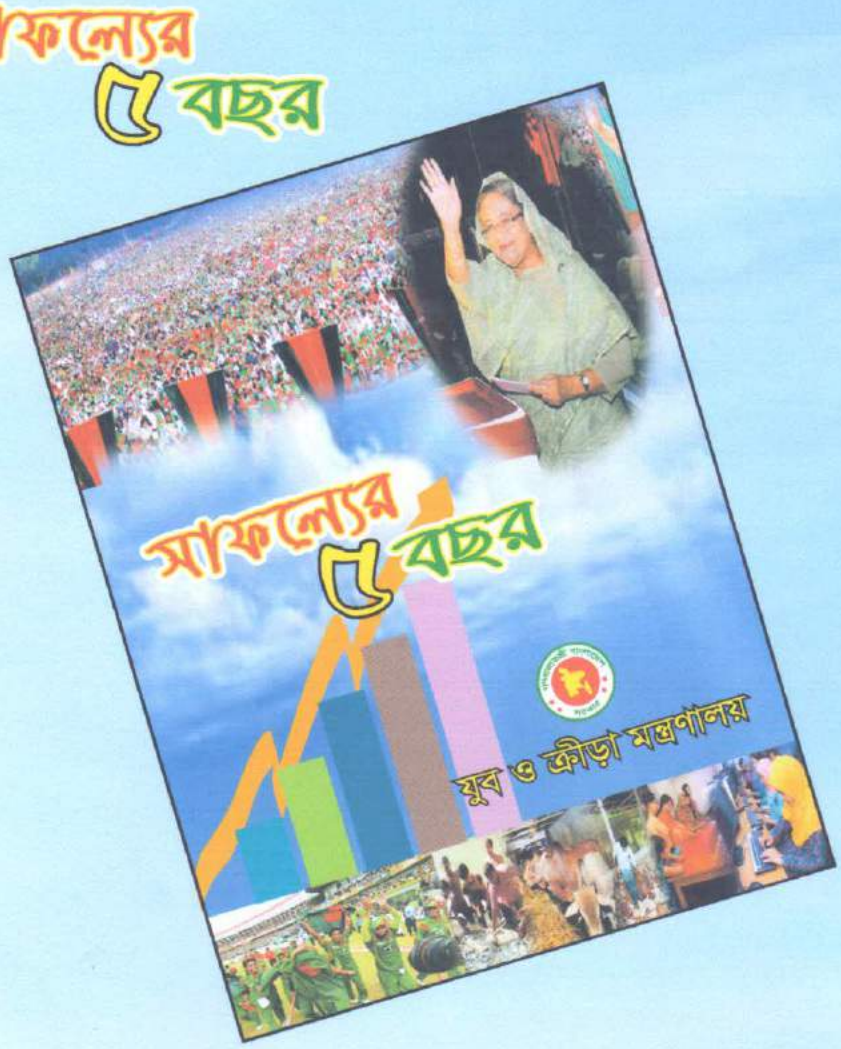

সাফল্যের
৫ বছর

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.moysports.gov.bd

প্রকাশকাল: মার্চ, ২০১৬ইং

মুদ্রণ: প্রগতি প্রিন্টিং প্যালেস
২৮১ ফ্রী স্কুল স্ট্রীট, কাঁঠাল বাগান
ঢাকা-১২০৫। মোবাইল : ০১৮১৯২৩১৭৩১

সাফল্যের ৫ বছর

(২০০৯-২০১৩)

সূচীপত্র

- এক নজরে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রনালয়ের ৫ বছরের সাফল্য — পৃষ্ঠা - ০১
- যুব কার্যক্রম বাস্তবায়নে অর্জিত সাফল্য — পৃষ্ঠা - ০৪
- জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ গৃহীত কার্যক্রমের প্রতিবেদন — পৃষ্ঠা - ১৩
- বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (বিকেএসপি) অর্জিত সাফল্য — পৃষ্ঠা - ৩৬
- ক্রীড়া পরিদপ্তর এর কর্মকান্ডের প্রতিবেদন — পৃষ্ঠা - ৪১
- বঙ্গবন্ধু ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশনের প্রতিবেদন — পৃষ্ঠা - ৪৪

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

www.moysports.gov.bd

সাফল্যের ৫ বছর

একনজরে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের ৫ বছরের (২০০৯-২০১৩)

অর্জিত সাফল্য

২০০৯-১০ অর্থবছরে এডিপি বরাদ্দের ৯৮.২২% এবং ২০১০-১১ অর্ভ বছরে ৯৬% বাস্তবায়ন

- নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচি চালুকরণ; ১০৯৬.২৬ কোটি টকা ব্যায়ে ২ টি পর্যায়ে ১০টি জেলার ২৭টি উপজেলায় মোট ৭০৫২১ জন শিক্ষিত বেকার যুবক/যুবতীকে এ কর্মসূচির আওতায় ৩ মাসের প্রশিক্ষণ ও ২ বছরের জন্য অস্থায়ী কর্মে সংযুক্তির ব্যবস্থাকরন।
- বাংলাদেশে কমনওয়েলথ ইয়ুথ প্রোগ্রামের আওতায় এশিয়া অঞ্চলের বিভিন্ন দেশের অংশগ্রহণে যুব বিষয়ে আন্তর্জাতিক সভার সফল আয়োজন।
- আইসিটি মোবাইল ভ্যানের মাধ্যমে সুবিধা বঞ্চিত গ্রামীণ যুব ও যুবমহিলাদের তথ্যপ্রযুক্তির প্রশিক্ষণ প্রদান;
- মোট ১০,১৭,৫৪১ জন বেকার যুব ও যুব মহিলাকে প্রতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ প্রদান।
- প্রশিক্ষিত যুব ও যুবমহিলাকে ৩৮১৬৪.৫১ লক্ষ টাকার ঋণ প্রদান: ৩,০৮,৫১৬ জন প্রশিক্ষিত যুবকের আত্মকর্মসংস্থান।
- যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ও বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী যুব সংগঠনের মধ্যে নেটওয়ার্কিং জোরদারকরণ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় যুবদের জীবন দক্ষতা ও দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ ও আর্থিক অনুদান প্রদান।
- যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ের সাথে ৬৪টি জেলা এবং ৪৭৬টি উপজেলাকে ইন্টারনেট সার্ভিসে আনয়ন।
- পিপিপি-এর আওতায় বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর ও কার্যক্রম গ্রহণ;
- যুব কল্যাণ তহবিল বৃদ্ধি এবং এর আওতায় এক হাজার যুব সংগঠনকে মোট এক কোটি ছয় লক্ষ টাকার অনুদান প্রদান এবং রাজস্ব খাতে ৩০৩২টি যুব সংগঠনকে ৪৪৪.৩৬ টাকা অনুদান প্রদান; এবং মোট ৭০ জনকে জাতীয় যুব পুরস্কার প্রদান।
- পুরাতন যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ এবং অবশিষ্ট এগারটি জেলায় নতুন যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন।

ক্রীড়াক্ষেত্রে সাফল্য

- ১৬ তম এশিয়ান গেমস্ এর আয়োজন। সাউথ এশিয়ান গেমস ২০১০ সফলভাবে আয়োজন; এস এ গেমসে বাংলাদেশ ১৮টি স্বর্ণপদকসহ মোট ৯৭টি পদক জয় করে অতীতের রেকর্ড ভঙ্গ।
- আইসিসি ওয়ার্ল্ডকাপ ২০১১ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানসহ ১২টি খেলা সফলভাবে আয়োজন (ভারত ও শ্রীলংকার সাথে বাংলাদেশ সহআয়োজক)।
- আইসিসি ওয়ার্ল্ড কাপ ২০১১ উপলক্ষে ৫টি স্টেডিয়াম আন্তর্জাতিক মানে উন্নীতকরণ।
- বাংলাদেশ ক্রিকেটে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে টেস্টে সিরিজ; জিম্বাবুইয়ের বিরুদ্ধে ওয়ানডে সিরিজ এবং ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে একদিনের আন্তর্জাতিক ম্যাচে জয়লাভ করেছে; নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ওয়ান ডে ও টেস্ট সিরিজ জয়।
- শুটিং, তায়কোয়ান্ডো ও আর্চারি খেলায় আন্তর্জাতিক পর্যায়ে স্বর্ণপদক জয়। অন্যান্য খেলায় রৌপ্য ও ব্রোঞ্জ পদক লাভ।
- বঙ্গবন্ধু ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা।
- জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ আইন ১৯৭৪ সময়োপযোগীকরণ।
- প্রকৃক ক্রীড়াবিদ এবং ক্রীড়া সংগঠকদের 'জাতীয় ক্রীড়া পুরস্কার' প্রদান।
- বঙ্গবন্ধু সাফ ফুটবল টুর্নামেন্ট ও মহিলা সাফ ফুটবল টুর্নামেন্টেসহ অন্যান্য আর্ন্তজাতিক খেলার আয়োজন।
- প্রকৃত দুস্থ ও অসহায় ক্রীড়াবিদদের আর্থিক সহায়তা প্রদান।
- নতুন করে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন উডেন ফ্লোর জিমনেসিয়াম, বক্সিং স্টেডিয়াম, হ্যান্ড বল ও কাবাডি ষ্টেডিয়াম নির্মাণ এবং অন্যান্য ক্রীড়া স্থাপনার সংস্কার ও আধুনিকরণ।
- সুইমিং কমপ্লেক্স এবং জাতীয় শ্যুটিং কমপ্লেক্স -এর আধুনিকায়ন।
- ক্রীড়া ক্ষেত্রে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি সম্পন্ন সরঞ্জাম সংযোজন।
- তৃণমূল পর্যায়ে ২০০৯-১৩ অর্থ বৎসরে মোট ৪৬০৮০ জন শিক্ষার্থীকে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং ২০১০-১১ অর্থবছরে ৪৯২৮টি ক্রীড়া কর্মসূচির মাধ্যমে ৩০৪৬৮ জন শিক্ষার্থীকে প্রশিক্ষণ ও প্রতিভা অন্বেষণের কার্যক্রম পরিচালনা।
- ক্রীড়া পরিদপ্তরের মাধ্যমে ক্রীড়া সামগ্রী বিতরণ;
- এসএ গেমস ২০১০, অলিম্পিক গেমস ২০১০, এশিয়ান গেমস ২০১০ এর জন্য রেকর্ড পরিমাণ সরকারী বরাদ্দ;
- ১৬তম এশিয়ান গেমসের ইতিহাসে বাংলাদেশ পুরুষ ক্রিকেট দলের প্রথম স্বর্ণপদক জয় এবং মহিলা ক্রিকেট দলের রৌপ্য পদক লাভ।

সাফল্যের ৫ বছর

- ২টি নতুন জেলা স্টেডিয়াম নির্মাণ, ৪টি জেলা স্টেডিয়াম ও ২টি মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্সের সংস্কার, মেরামত ও অধিকতর উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ।
- গোপালগঞ্জ জেলায় সুইমিং পুল ও জিমনেশিয়াম নির্মাণ, শেখ কামাল স্টেডিয়ামের উন্নয়ন, পুরাতন জেলা স্টেডিয়ামের সংস্কার ও মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স নির্মাণ প্রকল্প গ্রহণ।
- বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (বিকেএসপি) ইনডোর প্রশিক্ষণের জন্য সিনথেটিক টার্ফসহ বেইলম্যান হ্যাঙ্গার নির্মাণ।
- গ্রামীণ খেলাসমূহ ব্যাপক প্রচলনের জন্য কর্মসূচি গ্রহণ।
- বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক টেবিল টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপ, শেখ কামাল আন্তর্জাতিক বাস্কেটবল চ্যাম্পিয়নশিপ এবং এশিয়ান গ্র্যান্ডপ্রির আর্চারি ও আন্তর্জাতিক যুব আর্চারি চ্যাম্পিয়নশিপ।
- জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ কর্তৃক ক্রীড়ার উন্নয়নে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহণ।
- গ্রীসের এথেন্সে অনুষ্ঠিত বিশেষ অলিম্পিকে প্রতিবন্ধী ক্রীড়াবিদদের ৩৭টি সোনা, ১৭টি রৌপ্য এবং ৬টি ব্রোঞ্জ পদক লাভ।
- আন্তর্জাতিক জুরখানে ও কুস্তি পালোয়ানী প্রতিযোগিতার আয়োজন।
- ঢাকায় অনুষ্ঠিত সুলতানা কামাল চতুর্থ সেন্ট্রাল দক্ষিণ এশিয়ান জিমন্যাস্টিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে বাংলাদেশ একটি স্বর্ণপদক লাভ।

বিগত পাঁচ বছরে (২০০৯-২০১৩) সরকারের যুব কার্যক্রম বাস্তবায়নে

অর্জিত সাফল্য

কোন দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের মূল চালিকাশক্তি হচ্ছে সে দেশের কর্মক্ষম জনশক্তি। আর এ জনশক্তির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে সে দেশের যুবসমাজ। বাংলাদেশের ন্যায় উন্নয়নশীল দেশের ক্ষেত্রে যুবশক্তিকে দেশের সার্বিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সম্পৃক্ত করার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের দেশে যাদের বয়স ১৮ থেকে ৩৫ বৎসর, তাদেরকে যুব হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। যুবদের মধ্যে রয়েছে অফুরন্ত প্রাণশক্তি, সৃজনশীল কর্মক্ষমতা, ক্লান্তিহীন উৎসাহ ও ঝড়ের ন্যায় গতিবেগ। জনসংখ্যার সম্ভাবনাময় ও প্রতিশ্রুতিশীল এ অংশকে জাতীয় উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে সরকার যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মাধ্যমে বিগত পাঁচ বছরে বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে।

০১. ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচি ঃ

সরকারের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে উচ্চ মাধ্যমিক ও তদূর্ধ্ব পর্যায়ের শিক্ষিত বেকার যুবক/যুবমহিলাদের জাতি গঠনমূলক কর্মকাণ্ড সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে অস্থায়ী কর্মসংস্থান সৃষ্টির উদ্দেশ্যে প্রবর্তিত ন্যাশনাল সার্ভিস ২০০৯-২০১০ অর্থবছরে কুড়িগ্রাম, বরগুনা ও গোপালগঞ্জ জেলায় শুরু হয়। দ্বিতীয় পর্বে ২০১১-২০১২ অর্থবছরে রংপুর বিভাগের ৭টি জেলার ৮টি উপজেলায় ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচি সম্প্রসারণ করা হয়। কর্মসূচির অনুমোদিত নীতিমালা অনুযায়ী শিক্ষিত বেকার যুবক/যুবমহিলাদের দশটি সুনির্দিষ্ট মডিউলে তিন মাস মেয়াদি মৌলিক প্রশিক্ষণ প্রদানের পর জাতি গঠনমূলক কর্মকান্ডে সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে অস্থায়ী কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা হয়। প্রশিক্ষণ চলাকালীন প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীকে দৈনিক ১০০/- টাকা হারে প্রশিক্ষণ ভাতা এবং প্রশিক্ষণোত্তর অস্থায়ী কর্মসংস্থানে নিয়োজিত হওয়ার

পর দৈনিক ২০০/- টাকা হারে কর্মভাতা প্রদান করা হয়। কর্মভাতা হতে প্রত্যেকে মাসশেষে ৪০০০ টাকা নগদ পায় এবং অবশিষ্ট ২০০০ টাকা সংশ্লিষ্টদের ব্যাংক হিসাবে জমা থাকে যা অস্থায়ী কর্মের মেয়াদপূর্তিতে ফেরত প্রদান করা হয়। ডিসেম্বর ২০১৩ পর্যন্ত ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচির আওতায় মোট ৭০,৫৯৯ জনকে প্রশিক্ষণ এবং ৬৯,৮০৪ জনের অস্থায়ী কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। অস্থায়ী কর্মে নিয়োজিতদের মধ্যে ৪১,৯১২ জন পুরুষ এবং ২৭,৮৯২ জন মহিলা। ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচিতে ২০০৯ থেকে ডিসেম্বর ২০১৩ পর্যন্ত মোট ৯৬৯.৭০ কোটি টাকা বরাদ্দ পাওয়া গিয়েছে এবং একই সময়ে মোট ব্যয় হয়েছে ৮৭৬.৪৭ কোটি টাকা।

০২. বেকার যুবদের প্রশিক্ষণ ঃ

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম দেশের দক্ষ মানব সম্পদ তৈরির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। এ প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আওতায় দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের সকল পর্যায়ের যুবক

ও যুবমহিলা প্রশিক্ষণ গ্রহণের সুযোগ লাভ করে থাকে। বেকার যুবদের আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত করার পূর্বে তাদের চাহিদার ভিত্তিতে যে কোন ট্রেডে দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। প্রশিক্ষণ দুই ধরণের যথাঃ (ক) প্রাতিষ্ঠানিক ও (খ) অপ্রাতিষ্ঠানিক। প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণের মেয়াদ ০১ মাস থেকে ০৬ মাস পর্যন্ত এবং অপ্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণের মেয়াদ ৭-২১ দিন পর্যন্ত। প্রাতিষ্ঠানিক ট্রেডে কম্পিউটার বেসিক কোর্স, কম্পিউটার প্রাফিক্স কোর্স, ইলেকট্রনিক্স, ইলেকট্রিক্যাল এন্ড হাউজওয়্যারিং, রেফ্রিজারেশন এন্ড এয়ার কন্ডিশনিং, পোশাক তৈরি, ব্লক ও বাটিক প্রিন্টিং, গবাদিপশু, হাঁস-মুরগী পালন ও মৎস্যচাষ ইত্যাদিসহ ৩৪টি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। এছাড়া উপজেলা পর্যায়ে অপ্রাতিষ্ঠানিক ট্রেডে স্থানীয় চাহিদার ভিত্তিতে স্বল্প মেয়াদি প্রশিক্ষণ/ভ্রাম্যমাণ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। বিভিন্ন ট্রেডে জানুয়ারি ২০০৯ থেকে ডিসেম্বর ২০১৩ পর্যন্ত মোট ১০,১৭,৫৪১ জনকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।

প্রাতিষ্ঠানিক ট্রেড	অপ্রাতিষ্ঠানিক/ভ্রাম্যমাণ ট্রেড
ক) আবাসিক ঃ ১. গবাদিপশু, হাঁস-মুরগী পালন, প্রাথমিক চিকিৎসা, মৎস্য চাষ ও কৃষি বিষয়ক প্রশিক্ষণ ২. মৎস্য চাষ প্রশিক্ষণ ৩. দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি উৎপাদন, বিপণন ও বাজারজাতকরণ প্রশিক্ষণ ৪. চিংড়ি ও কাঁকড়া চাষ, বিপনন ও বাজারজাতকরণ প্রশিক্ষণ ৫. ছাগল ও ভেড়া পালন এবং গবাদি পশুর প্রাথমিক চিকিৎসা প্রশিক্ষণ ৬. মহিষ পালন ও গবাদি পশুর প্রাথমিক চিকিৎসা প্রশিক্ষণ ৭. মুরগী পালন ব্যবস্থাপনা, মাংস প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণন প্রশিক্ষণ ৮. মুরগী পালন ব্যবস্থাপনা ও বাজারজাতকরণ প্রশিক্ষণ ৯. উপকূলীয় ও সামুদ্রিক মৎস্যজীবিদের জন্য দায়িত্বশীল মৎস্য আহরণ প্রশিক্ষণ ১০. মাশরুম ও মৌ চাষ প্রশিক্ষণ	১. পারিবারিক হাঁস-মুরগী পালন ২. ব্রয়লার ও ককরেল পালন ৩. বাড়ন্ত মুরগী পালন ৪. ছাগল পালন ৫. গরু মোটাতাজাকরণ ৬. পারিবারিক গাভী পালন ৭. পশু-পাখির খাদ্য প্রস্তুত ও বাজারজাতকরণ ৮. পশু-পাখির রোগ ও তার প্রতিরোধ ৯. কবুতর পালন ১০. কাঁচা চামড়া সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ ১১. মৎস্য চাষ ১২. সমন্বিত মৎস্য চাষ ১৩. মৌসুমী মৎস্য চাষ ১৪. মৎস্য পোনা চাষ (ধানী পোনা) ১৫. মৎস্য হ্যাচারি ১৬. প্লাবন ভূমিতে মৎস্য চাষ ১৭. গলদা ও বাগদা চিংড়ি চাষ ১৮. শুটকী তৈরী ও সংরক্ষণ ১৯. বসতবাড়িতে সবজি চাষ। ২০. নার্সারি ২১. ফুল চাষ

১১. ফল চাষ প্রশিক্ষণ
১২. লাইভস্টক এ্যাসিসটেন্ট প্রশিক্ষণ

খ) অনাবাসিক ঃ

১৩. পোশাক তৈরী প্রশিক্ষণ
১৪. কম্পিউটার বেসিকস প্রশিক্ষণ
১৫. কম্পিউটার গ্রাফিক্স প্রশিক্ষণ
১৬. ইলেকট্রিক্যাল এন্ড হাউজওয়্যারিং প্রশিক্ষণ
১৭. রেফ্রিজারেশন এন্ড এয়ার-কন্ডিশনিং প্রশিক্ষণ
১৮. ইলেকট্রনিক্স প্রশিক্ষণ
১৯. ব্লক প্রিন্টিং প্রশিক্ষণ।
২০. ব্লক, বাটিক ও স্ক্রিন প্রিন্টিং প্রশিক্ষণ
২১. গ্রামীণ যুবদের বেসিক কম্পিউটার প্রশিক্ষণ
২২. মডার্ন অফিস ম্যানেজমেন্ট এন্ড কম্পিউটার এ্যাপ্লিকেশন প্রশিক্ষণ
২৩. মৎস্য চাষ প্রশিক্ষণ
২৪. ওভেন সোয়িইং মেশিন অপারেটিং প্রশিক্ষণ
২৫. ফ্যাশন ডিজাইন প্রশিক্ষণ
২৬. সেলসম্যানশীপ/ফ্রন্ট ডেস্ক ম্যানেজমেন্ট প্রশিক্ষণ
২৭. ক্যাটারিং প্রশিক্ষণ
২৮. হাউজকিপিং/ফ্রন্ট ডেস্ক ম্যানেজমেন্ট প্রশিক্ষণ
২৯. ট্যুরিষ্ট গাইড প্রশিক্ষণ
৩০. শতরঞ্জি প্রশিক্ষণ
৩১. কম্বল তৈরি প্রশিক্ষণ
৩২. হস্তশিল্প (ব্যাগ তৈরি) প্রশিক্ষণ
৩৩. ফ্রিল্যান্স/আউট সোর্সিং প্রশিক্ষণ
৩৪. মোবাইল সার্ভিসিং এন্ড রিপেয়ারিং প্রশিক্ষণ

২২. ফলের চাষ (লেবু, কলা, পেঁপে ইত্যাদি)।
২৩. কম্পোষ্ট সার তৈরি
২৪. গাছের কলম তৈরি
২৫. ঔষধি গাছ চাষাবাদ
২৬. ব্লক প্রিন্টিং
২৭. বাটিক প্রিন্টিং
২৮. পোশাক তৈরী
২৯. স্ক্রীন প্রিন্টিং
৩০. স্প্রে প্রিন্টিং
৩১. মনিপুরী তাঁত শিল্প
৩২. কাগজের ব্যাগ ও ঠোঙ্গা তৈরি
৩৩. বাঁশ ও বেতের সামগ্রী তৈরি
৩৪. নকশি কাঁথা তৈরি
৩৫. কারু মোম তৈরি
৩৬. পাটজাত পণ্য তৈরি
৩৭. চামড়াজাত পণ্য তৈরি
৩৮. চাইনিজ ও কনফেকশনারি
৩৯. রিক্সা, সাইকের, ভ্যান মেরামত
৪০. ওয়েল্ডিং ও
৪১. ফটোগ্রাফি

০৩. প্রশিক্ষিত যুবদের আত্মকর্মসংস্থান ঃ

প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যুবক ও যুবমহিলা তাদের প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান কাজে লাগিয়ে স্থানীয়ভাবে উৎপাদন বৃদ্ধিতে সরাসরি অবদান রাখছে যা গ্রামীণ দারিদ্র্য বিমোচন ও আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টিতে ভূমিকা পালন করছে। আত্মকর্মী যুবদের গৃহিত প্রকল্পে নিজেদের কর্মসংস্থান ছাড়াও তাদের পরিবারের সদস্যদের এবং অন্যান্য অনেক বেকার যুবক ও যুবমহিলার কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়েছে। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের এ সকল কর্মকান্ডের ফলে সামাজিকভাবে যুবক ও যুবমহিলাদের মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তাদের জীবন যাত্রার মান উন্নীত হয়েছে। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মাধ্যমে জানুয়ারি ২০০৯ থেকে ডিসেম্বর ২০১৩ পর্যন্ত মোট ৩,০৮,৫১৬ জন আত্মকর্মী হয়েছে।

০৪. যুব ঋণ কর্মসূচি ঃ

গ্রামাঞ্চলের বেকার যুবদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। এজন্য যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরে ১৬৬ কোটি ১৯ লক্ষ ৩৩ হাজার টাকার ঋণ তহবিল রয়েছে যা বর্তমানে সার্ভিস চার্জসহ ৩৩৩ কোটি ০৫ লক্ষ ২২ হাজার টাকায় দাঁড়িয়েছে। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত ঋণ কর্মসূচী দু'ভাগে বিভক্ত। যথা-(ক) একক ঋণ এবং (খ) পারিবারিক গ্রুপ ভিত্তিক ঋণ। প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক/ভ্রাম্যমান প্রশিক্ষণ গ্রহণকারীদের একক ঋণ প্রদান করা হয়। এই ঋণের পরিমাণ প্রাতিষ্ঠানিক ট্রেডে ৫০,০০০/- টাকা থেকে ১,০০,০০০/- টাকা এবং অপ্রাতিষ্ঠানিক ট্রেডে ৩০,০০০/- টাকা থেকে ৫০,০০০/- টাকা পর্যন্ত। পারিবারিক গ্রুপ ভিত্তিক ঋণ পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট গ্রুপ গঠনের মাধ্যমে প্রদান করা হয়। এক্ষেত্রে গ্রুপের প্রত্যেক সদস্যকে প্রথম পর্যায়ে সর্বোচ্চ ১০,০০০/- টাকা, দ্বিতীয় পর্যায়ে ১৫,০০০/- টাকা এবং তৃতীয় পর্যায়ে ২০,০০০/- টাকা প্রদান করা হয়। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মাধ্যমে জানুয়ারি ২০০৯ থেকে ডিসেম্বর ২০১৩ পর্যন্ত সময়ে ১,০৫,৪৫০ জনকে ৩৮১ কোটি ৬৪ লক্ষ ৫১ হাজার টাকার ঋণ প্রদান করা হয়েছে।

০৫. নতুন প্রকল্প অনুমোদন ও বাস্তবায়ন ঃ

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কার্যক্রমের সম্প্রসারণ ও অবকাঠামো নির্মাণ মূলতঃ প্রকল্পের মাধ্যমেই বাস্তবায়িত হয়েছে। রাজস্ব কর্মসূচির পাশাপাশি ইতোমধ্যে বাস্তবায়িত ও বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের সংখ্যা ২৭টি। তন্মধ্যে সরকারের ২০০৯-২০১৩ মেয়াদে ৮টি প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে যার প্রাক্কলিত ব্যয় ৫২৯ কোটি ৬৯ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা। বর্তমান সরকারের মেয়াদে অনুমোদিত প্রকল্পসমূহ হচ্ছেঃ

০১. অবশিষ্ট এগারটি জেলায় নতুন যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প

০২. পুরাতন যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ প্রকল্প

০৩. কর্মসংস্থান ও অত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে উপজেলা পর্যায়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম জোরদারকরণ প্রকল্প।

০৪. উত্তরবঙ্গের ০৭টি জেলার বেকার যুবদের কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি প্রকল্প।

০৫. যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ও বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী যুব সংগঠনের মধ্যে কর্মসূচি ভিত্তিক নেটওয়ার্কিং জোরদারকরণ প্রকল্প।

০৬. কমনওয়েলথ ইয়ুথ প্রোগ্রাম টেকনোলজি এমপাওয়ারমেন্ট সেন্টার (সিওয়াইপিটেক) অন হুইলস ফর ডিসএনফ্রেনসাইজড রুরাল ইয়ং পিপুল অব বাংলাদেশ।

০৭. Establishment of Vocational Training and Health Care Centre for Vulnerable Youth প্রকল্প।

০৮. Establishment of Training and Employment Generation Centre for the Vulnerable Youth and Adolescents প্রকল্প।

০৬. আবাসিক যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ ও উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ ঃ

বর্তমানে দেশের ৫৩টি জেলায় আবাসিক যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে রয়েছে। অবশিষ্ট ১১টি জেলার বেকার যুবক ও যুবমহিলাদের গবাদিপশু, হাঁস-মুরগী পালন, মৎস্য চাষ ও কৃষি বিষয়ে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের কলাকৌশল সম্পর্কিত আবাসিক প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের লক্ষ্যে একটি প্রকল্পের আওতায় গাজীপুর, মানিকগঞ্জ, রাজবাড়ী, নেত্রকোণা, জয়পুরহাট, নীলফামারী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, লক্ষীপুর, চুয়াডাঙ্গা, মেহেরপুর ও সাতক্ষীরা জেলায় আবাসিক যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ করা হচ্ছে। অবশিষ্ট ১১টি জেলায় যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপিত হলে দেশের ৬৪টি জেলাতেই আবাসিক যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের কাজ সম্পন্ন হবে। দেশের সকল জেলায় পরিচালিত প্রাতিষ্ঠানিক আবাসিক ও অনাবাসিক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমকে একই ভেন্যুতে বাস্তবায়নের নিমিত্ত অপর একটি প্রকল্পের আওতায় প্রয়োজনীয় অবকাঠামোগত সুযোগ সুবিধা সৃষ্টির লক্ষ্যে ইতঃপূর্বে নির্মিত ৫৩টি আবাসিক যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মধ্যে ২৯টি কেন্দ্রের উর্ধ্বমখী সম্প্রসারণের কাজ চলছে। ২৯টি আবাসিক যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের একাডেমিক ভবন তিন তলা হতে পাঁচ তলায় উন্নীত করা হচ্ছে। এছাড়া, ছাত্রাবাস, ছাত্রীনিবাস ও কর্মচারিদের বাসস্থানেরও উর্দ্ধমখী সম্প্রসারণ করা হচ্ছে। নির্মাণ কাজ দ্রুত এগিয়ে চলছে।

০৭. ইন্টারনেট সার্ভিস সুবিধার প্রসার ঃ

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ও বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী যুব সংগঠনের মধ্যে কর্মসূচি ভিত্তিক নেটওয়ার্কিং জোরদারকরণের লক্ষ্যে অধিদপ্তর নেটওয়ার্কিং প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে। এ লক্ষ্যে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ের সাথে ৬৪টি জেলা ও ৪৭৬টি উপজেলায় ইন্টারনেট সংযোগ স্থাপন করা হয়েছে। যুব কার্যক্রম বিষয়ক তথ্য সহজে প্রাপ্তির বিষয়টি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারি এবং যুব ঋণ কর্মসূচির ডাটা বেইস তৈরি করা হয়েছে। ফলে দাপ্তরিক কাজে কেন্দ্রের সাথে মাঠ পর্যায়ের নিবিড় তদারকি জোরদারকরণ এবং তথ্যের দ্রুত আদান-প্রদানের সার্বিক কার্যক্রম গতিশীল হয়েছে। বেকার যুবদের আত্মকর্মসংস্থানে উদ্বুদ্ধ করার নিমিত্ত প্রকল্পের ককর্মসচিভুক্ত ১০০০টি যুব সংগঠনকে আত্মকর্মসংস্থানমূলক প্রদর্শনী প্রকল্প স্থাপনের জন্য ১০,০০০.০০ টাকা করে অনুদান এবং বেকার যুবদের কম্পিউটার প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য একটি করে কম্পিউটার প্রদান করা হয়েছে।

০৮. মোটর সাইকেল বিতরণ ঃ

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কার্যক্রম দেশের ৬৪টি জেলা ও ৪৯৫টি উপজেলায় (১০টি মেট্রোপলিটান ইউনিট থানাসহ) সম্প্রসারণ করা হয়েছে। উপজেলা পর্যায়ে অপ্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ কোর্স আয়োজন, আত্মকর্মী যুবদের প্রকল্প পরিদর্শন, যুবঋণ বিতরণ ও আদায় ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তাদের যাতায়াতের জন্য ২৩০টি উপজেলায় ২৩০টি মোটর সাইকেল বিতরণ করা হয়েছে।

০৯. ভ্রাম্যমান আইসিটি ভ্যানের মাধ্যমে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ ঃ

বাংলাদেশে বর্তমান তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ক প্রশিক্ষণের সুবিধাদি শহরকেন্দ্রিক। তথ্য প্রযুক্তির সুবিধা বঞ্চিত গ্রামীণ যুবক ও যুবমহিলাদের ভ্রাম্যমাণ ইউনিটের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক সিওয়াইপিটেক প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে। ভ্রাম্যমাণ অইসিটি ভ্যানের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র বেকার যুবদের ইন্টারনেটসহ কম্পিউটার প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এ প্রকল্পে অত্যাধুনিক কম্পিউটার সিস্টেম, ভ্রাম্যমাণ ইন্টারনেট সুবিধা, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, অডিও সিস্টেম ইত্যাদি দ্বারা সুসজ্জিত ভ্রাম্যমাণ ট্রেনিং ভ্যানের মাধ্যমে দেশের ৩৬টি উপজেলায় ৮৬৪ জন বেকার যুবকে কম্পিউটার ও ইন্টারনেট বিষয়ে এক মাস মেয়াদি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

১০. যুব সংগঠন ভিত্তিক কার্যক্রম ও অনুদান বিতরণ ঃ

যুব সংগঠনসমূহকে বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্তকরণের মূল দায়িত্ব যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর পালন করে থাকে। গ্রামীণ উন্নয়নে সরকারি প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি স্বেচ্ছাসেবী যুব সংগঠনগুলোর অবদানর গুরুত্বপূর্ণ। যুব সংগঠনসমূহকে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে বর্তমান সরকারের সময়ে মোট ৯৩২৯টি যুব সংগঠন তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। এছাড়া যুব সংগঠনসমূহকে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট প্রকল্প প্রস্তাবের অনুকূলে অনুদান প্রদান করা হয়।

বর্তমান সরকারের সময়ে যুব কল্যাণ তহবিল ও অনুন্নয়ন খাত হতে ৩০৩২ টি যুব সংগঠনকে ৪ কোটি ৪৪ লক্ষ ৩৬ হাজার টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

১১. জাতীয় যুবদিবস উদযাপন ঃ

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় প্রতি বছর ১ নভেম্বর জাতীয় যুবদিবস উদযাপন করছে। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর হতে প্রশিক্ষিত যে সকল সফল যুবক ও যুবমহিলা আত্মকর্মসংস্থান প্রকল্প স্থাপনে দৃষ্টান্তমূলক অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছে তাদেরকে জাতীয় যুবদিবসে জাতীয় যুব পুরস্কার প্রদান করা হয়। বর্তমান সরকারের সময়ে মোট ৭০ জন সফল যুবক ও যুবমহিলাকে জাতীয় যুব পুরস্কারে ভূষিত করা হয়েছে।

১২. সরকারি ও বেসরকারি পার্টনারশিপ কর্মসূচি ঃ

এ কর্মসূচির আওতায় যৌথ উদ্যোগে বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের মাধ্যমে বেকার যুবদের দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ, আত্মকর্মসংস্থান, ঋণ সুবিধা প্রদান ও সমাজ সচেতনতামূলক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

যুবসমাজ দেশের মূল্যবান সম্পদ ও উন্নয়নের মূল চালিকাশক্তি। জাতীয় উন্নয়ন ও অগ্রগতি যুবসমাজের সঠিক ব্যবহারের উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে যুবসমাজের সক্রিয় অংশগ্রহণ তাই অত্যাবশ্যক। যুবসমাজের মেধা, সৃনশীলতা, আত্মবিশ্বাস ও কর্মস্পৃহাকে দেশে গড়ার কাজে নিয়োজিত করা সম্ভব হলে দেশে ধাপে ধাপে কাঙ্ক্ষিত উন্নয়নের দিকে এগিয়ে যাবে। জাতির ভবিষ্যৎ কর্ণধার, নীতি নির্ধারক ও সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী যুবসমাজকে তাই জাতীয় উন্নয়নের প্রতিটি স্তরে সম্পৃক্ত করা অপরিহার্য।

বিগত পাঁচ বছরের (২০০৯-১৩) জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ গৃহীত কার্যক্রমের

বিস্তারিত তথ্যের প্রতিবেদন

(ক) আর্ন্তজাতিক পর্যায়ে ক্রীড়াক্ষেত্রে সাফল্য (২০০৯-১৩)

২০০৯ সাল

১. ২৮-৩০ জানুয়ারি, ২০০৯ পর্যন্ত পাকিস্তানের ইসলামাবাদে অনুষ্ঠিত বিশ্ব ভলিবল চ্যাম্পিয়নশীপের কোয়ালিফাইং প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে বাংলাদেশ জাতীয় ভলিবল দল রানার্স-আপ হয় এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে খেলার যোগ্যতা অর্জন করে।

২. ৮-২৪ মে, ২০০৯ পর্যন্ত ইরানের রাজধানী তেহরানে অনুষ্ঠিত ২য় এশিয়ান আরচ্যারী গ্র্যান্ড প্রিক্স ২০০৯ এ অংশগ্রহণ করে বাংলাদেশ রির্কাভ পুরুষ দলগত ইভেন্টে ব্রোঞ্জ পদক অর্জন করে।

৩. ০৪-০৯ জুলাই, ২০০৯ -এ অনুষ্ঠিত ৫ম সাউথ এশিয়ান শ্যুটিং প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশ ০১টি স্বর্ণ, ০৩টি রৌপ্য এবং ০৬টি ব্রোঞ্জপদক অর্জন করে।

৪. ২০০৯ এ ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে বাংলাদেশ ক্রিকেট দল ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের বিরুদ্ধে ২টি টেস্ট ম্যাচ এবং ০৫টি ওডিআই ম্যাচের সিরিজ জয় করে।

৫. ২৬-৩১ জুলাই, ২০০৯ ওযেস্ট ইন্ডিজ সফরকালে একদিনের আন্তর্জাতিক ম্যাচে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ৩-০ ম্যাচে পরাজিত করে।

৬. ৯-১৮ আগস্ট, ২০০৯ পর্যন্ত জিম্বাবুয়ে সফররত বাংলাদেশ ক্রিকেট দল জিম্বাবুয়ের বিরুদ্ধে ৫টি একদিনের আন্তর্জাতিক ম্যাচে ৪-১ সিরিজ জয় করে অভূতপূর্ব সাফল্য পায়।

৭. ৮-২২ আগস্ট, ২০০৯ পর্যন্ত দক্ষিণ কোরিয়ার সিউলের ইনসিওনে ফিড কোরিয়ান ওপেন ইন্টারন্যাশনাল তায়কোয়ানডো চ্যাম্পিয়নশীপ-২০০৯ এ ৫৪টি প্রতিযোগি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের ০২ জন ক্রীড়াবিদ ০২ স্বর্ণপদক অর্জন করে।

৮. ১৬-১৯ সেপ্টেম্বর, ২০০৯ পর্যন্ত কলকাতায় অনুষ্ঠিত ৪র্থ এশিয়ান আরচ্যারী গ্র্যান্ড প্রিক্স চ্যাম্পিয়নশীপ ও ওয়ার্ল্ড র‍্যাংকিং এ অংশগ্রহণ করে মোঃ সাজ্জাদ হোসেন রির্কাভ পুরুষ একক ইভেন্টে গোল্ড মেডেল ও টিম রির্কাভ পুরুষ ইভেন্টে বাংলাদেশ সিলভার মেডেল অর্জন করে।

৯. ২৫ সেপ্টেম্বর হতে ০২ অক্টোবর, ২০০৯ পর্যন্ত উজবেকিস্তানে অনুষ্ঠিত এশিয়ান মহিলা ক্লাব কাপ ভারোত্তোলন প্রতিযোগিতায় ৫৫ কেজি ওজন শ্রেণীতে বাংলাদেশ রৌপ্যপদক লাভ করে।

১০. ৩ অক্টোবর হতে ০৮ নভেম্বর, ২০০৯ পর্যন্ত ভিয়েতনামে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক কাবাডি প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশ ব্রোঞ্জপদক লাভ করে।

১১. ২৫-২৬ অক্টোবর, ২০০৯ তারিখ পর্যন্ত নেপালে অনুষ্ঠিত দক্ষিণ এশিয়ান গুজুরি কারাতে চ্যাম্পিয়নশীপ প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশ কারাতে দল ০২টি স্বর্ণ, ০২টি রৌপ্য, ০২টি ব্রোঞ্জ পদক অর্জন করেন।

১২. ২৭ অক্টোবর থেকে ০৫ নভেম্বর, ২০০৯ পর্যন্ত জিম্বাবুয়ে বনাম বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের মধ্যে বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত ০৫টি একদিনের আন্তর্জাতিক ম্যাচে ৪-১ ম্যাচে বাংলাদেশ সিরিজ জয় লাভ করে।

১৩. ১৫-২১ নভেম্বর, ২০০৯ পর্যন্ত ইন্দোনেশিয়ার বালিতে অনুষ্ঠিত ইয়ুথ অলিম্পিক কন্টিনেন্টাল কোয়ালিফাইং রাউন্ডে স্বর্ণ পদক লাভ করে বাংলাদেশের আরচ্যার জনাব ইমদাদুল হক মিলন।

২০১০ সাল

১. ২৯ জানুয়ারী হতে ০৯ ফেব্রুয়ারী ২০১০ পর্যন্ত বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত ১১তম সাউথ এশিয়ান গেমস-এ বাংলাদেশ ১৮টি স্বর্ণ, ২৩টি রৌপ্য ও ৫০টি ব্রোঞ্জ পদক অর্জন করে।

২. ১৮-২৮ ফেব্রুয়ারী ২০১০ পর্যন্ত ভারতের দিল্লীতে অনুষ্ঠিত ৮ম প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশ শ্যুটিং দল ০২টি স্বর্ণ, ০২টি রৌপ্য ও ০৩টি ব্রোঞ্জ পদক অর্জন করে।

৩. ২৪-২৭ মার্চ ২০১০ পর্যন্ত ভারতের কোলকাতায় অনুষ্ঠিত ৩য় ইন্দো-বাংলাদেশ বাংলা গেমস-এ বাংলাদেশ দল ২৭টি স্বর্ণ, ৩১টি রৌপ্য ও ২৪টি ব্রোঞ্জ পদক অর্জন করে।

৪. ১০-০৭-২০১০ তারিখে লন্ডনের ব্রিস্টলে অনুষ্ঠিত একদিনের আন্তর্জাতিক ম্যাচে ইংল্যান্ডকে ৫ রানে হারিয়ে বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দল অবিস্মরণীয় জয় লাভ করে।

৫. ২৬-২৮ জুলাই, ২০১০ পর্যন্ত শ্রীলংকার রাজধানী কলম্বোতে অনুষ্ঠিত ১৪তম সার্ক ক্যারম চ্যাম্পিয়নশীপে পুরুষ দলগত ইভেন্টে বাংলাদেশ ক্যারম দল রানার-আপ হওয়ার গৌরব অর্জন করে।

৬. ২৮-৩১ জুলাই, ২০১০ পর্যন্ত ব্রুনাইতে অনুষ্ঠিত ব্রুনাই ওপেন গলফ চ্যাম্পিয়নশীপে বাংলাদেশের কৃতি গলফার সিদ্দিকুর রহমান শিরোপা জয় সহ ৩৪ লক্ষ টাকার আর্থিক পুরস্কার লাভ করেছেন।

৭. ১৯ তম কমনওয়েলথ গেমসে ১০ মিটার এয়ার রাইফেল শ্যুটিং -এ বাংলাদেশ ব্রোঞ্জ পদক লাভ করে।

৮. ০৩ অক্টোবর, ২০১০ তারিখে তাইওয়ান মাস্টার্স গলফ প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশের গলফ খেলোয়াড় সিদ্দিকুর রহমান রানার্স আপ হন।

৯. ০৫-১৭ অক্টোবর, ২০১০ পর্যন্ত বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত ০৫ ম্যাচের ওডিআই সিরিজে নিউজিল্যান্ডকে পরাজিত করে বাংলাদেশ সিরিজ জয় লাভ করে।

১০. ১২-১৭ নভেম্বর, ২০১০ পর্যন্ত চীনের গুয়াংজু সিটিতে অনুষ্ঠিত ১৬তম এশিয়ান গেমসে ৪-০ ম্যাচে পরাজিত করে বাংলাদেশ ক্রিকেট দল (পুরুষ) স্বর্ণ, মহিলা ক্রিকেট দল রৌপ্য) এবং মহিলা কাবাডি দল ব্রোঞ্জপদক লাভ করে।

১১. ০১-১২ ডিসেম্বর, ২০১০ পর্যন্ত বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত ০৫ ম্যাচের মাইক্রোম্যাক্স কাপ ওডিআই সিরিজে ০৩-০১ ব্যবধানে বাংলাদেশ ক্রিকেট দল জিম্বাবুয়ে জাতীয় ক্রিকেট দলকে হারিয়ে সিরিজ জয় করে।

২০১১ সাল

১. ১৮-৩১ জানুয়ারি, ২০১১ পর্যন্ত ভারতের চেন্নইয়ে অনুষ্ঠিত পঞ্চম কমনওয়েলথ তায়কোয়ানডো চ্যাম্পিয়নশীপে বাংলাদেশ ০১টি স্বর্ণ, ০১টি রৌপ্য এবং ০২টি ব্রোঞ্জ পদক লাভ করে।

২. আইসিসি ক্রিকেট বিশ্বকাপ-২০১১ এর সহ আয়োজক হিসেবে বাংলাদেশে ০২টি কোয়ার্টার ফাইনাল খেলাসহ ০৮টি খেলা অনুষ্ঠিত হয়। গ্রুপ পর্যায়ে ০৬টি খেলার মধ্যে বাংলাদেশ ০৩টি তে যথাক্রমে আয়ারল্যান্ড, ইংল্যান্ড ও নেদারল্যান্ড এর বিপক্ষে জয় লাভ করে।

৩. ১৩-১৬ এপ্রিল, ২০১১ পর্যন্ত বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত ডেভিস কাপ টেনিস প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশ চ্যাম্পিয়ন হয়।

৪. ০৯-১৪ মে, ২০১১ পর্যন্ত পাকিস্তানের ইসলামাবাদে অনুষ্ঠিত সাউথ এশিয়ান জুডো চ্যাম্পিয়নশীপে বাংলাদেশ ০৩টি রৌপ্য এবং ০২টি ব্রোঞ্জ পদক লাভ করে।

৫. ২৫-৩১ মে, ২০১১ পর্যন্ত বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত ৩য় এশিয়ান আরচ্যারী গ্র্যান্ডপ্রিক্স-২০১১ এবং এশিয়ান ইয়ুথ আরচ্যারী চ্যাম্পিয়নশীপ-২০১১ এ ০২ টি রৌপ্য এবং ০৬টি ব্রোঞ্জ পদক লাভ করে।

৬. ০১-০৪ জুন, ২০১১ পর্যন্ত মালদ্বীপের রাজধানী মালেতে অনুষ্ঠিত ৪র্থ এশিয়ান ক্যারম চ্যাম্পিয়নশীপে পুরুষ দলগত ইভেন্টে বাংলাদেশ রানার-আপ হওয়ার গৌরব অর্জন করে।

৭. ২০১১ সালে গ্রীসের এথেন্সে অনুষ্ঠিত বুদ্ধি প্রতিবন্ধীদের ১৩তম বিশেষ অলিম্পিক গেমসে বাংলাদেশ দল ৩৫টি স্বর্ণ (ফুটবল দলের ১৬ জন সদস্যকে প্রদত্ত ১৬টি স্বর্ণপদকসহ) ১৬টি রৌপ্য পদক এবং ০৭টি ব্রোঞ্জ পদক লাভ করে।

৮. বাংলাদেশের কৃতি গলফার সিদ্দিকুর রহমান গত ০৯-০৭-২০১১ তারিখে মালয়েশিয়ায় অনুষ্ঠিত নিগারী সেমবিলান মাস্টার্স আমন্ত্রণমূলক টুর্ণামেন্ট -এ চ্যাম্পিয়ন ট্রফি জয় করে। এ ট্রফি জয়ের জন্য তিনি ২৬,২৩০ (ছাব্বিশ হাজার দুইশত ত্রিশ) মার্কিন ডলার আর্থিক পুরস্কার লাভ করে। যা বাংলাদেশী মুদ্রায় প্রায় ২০.০০ (বিশ লক্ষ) টাকা।

৯. ২৬-৩০ জুলাই, ২০১১ পর্যন্ত ঢাকায় অনুষ্ঠিত শেখ কামাল আন্তর্জাতিক বাস্কেটবল চ্যাম্পিয়নশীপে বাংলাদেশ বাস্কেটবল দল চ্যাম্পিয়ন হয়।

১০. ২৯ জুন, ২০১১ তারিখ ঢাকায় অনুষ্ঠিত ২০১৪ ফিফা ওয়ার্ল্ড কাপ ব্রাজিল এশিয়ান কোয়ালিফায়ার্স (রাউন্ড-১) এ বাংলাদেশ ফুটবল দল চ্যাম্পিয়ন হয়।

১১. ২৮ জুলাই, ২০১১ তারিখ ঢাকায় অনুষ্ঠিত ২০১৪ ফিফা ওয়ার্ল্ড কাপ ব্রাজিল এশিয়ান কোয়ালিফায়ার্স (রাউন্ড-১)-এ লেবানন ফুটবল দলকে পরাজিত করে বাংলাদেশ ফুটবল দল চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে।

১২. ২৭-৩১ জুলাই, ২০১১ পর্যন্ত নেপালের রাজধানী কাঠমন্ডুতে অনুষ্ঠিত সাউথ এশিয়ান ক্যাডেট জুডো প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশ ০১টি স্বর্ণ, ০২টি সিলভার এবং ০৩টি ব্রোঞ্জ পদক লাভ করে।

১৩. ১০-১৩ আগস্ট, ২০১১ পর্যন্ত দক্ষিণ কোরিয়ার নামিয়াংজুতে কোরিয়ান হ্যানম্যাডাং -এ অনুষ্ঠিত তায়কোয়ানডো প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশ ০১টি ব্রোঞ্জ পদক লাভ করে।

১৪. ১৮ আগষ্ট, ২০১১ বাংলাদেশ জিম্বাবুয়ের বিরুদ্ধে ৪র্থ ওয়ানডেতে ৬ উইকেটে জয় লাভ করে।

১৫. ২১ আগষ্ট, ২০১১ বাংলাদেশ জিম্বাবুয়েকে হারিয়ে ৫ম ম্যাচে ৯৩ রানে জয় লাভ করে।

১৬. ৫-১২ সেপ্টেম্বর, ২০১১ পর্যন্ত থাইল্যান্ডে অনুষ্ঠিত ১১তম ইয়ুথ এবং ২৫তম জুনিয়র এশিয়ান ভারোত্তোলন চ্যাম্পিয়নশীপে বাংলাদেশের রৌশনা আক্তার ৪৪ কেজি ওজন শ্রেণীতে ব্রোঞ্জপদক লাভ করে।

১৭. ২২-২৪ সেপ্টেম্বর, ২০১১ পর্যন্ত নেপালের কাঠমান্ডুতে অনুষ্ঠিত ১ম মাউন্ড এভারেস্ট ইন্টারন্যাশনাল তায়কোয়ানডো চ্যাম্পিয়নশীপে বাংলাদেশ ০১টি স্বর্ণ, ০১টি রৌপ্য ও ০৪টি ব্রোঞ্জ পদক লাভ করে।

১৮. ১০ অক্টোবর ২০১১ শ্রীলংকায় অনষ্ঠিত ১ম বীচ ফুটবলে বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দল শ্রীলংককে হারিয়ে স্বর্ণ পদক লাভ করেন।

১৯. ১১ অক্টোবর ২০১১ তারিখ শ্রীলংকায় অনুষ্ঠিত ১ম বীচ কাবাডিতে বাংলাদেশ মহিলা কাবাডি দল ব্রোঞ্জ পদক লাভ করেন।

২০. ১১ অক্টোবর, ২০১১ তারিখ টি-টুয়েন্টি ক্রিকেট ম্যাচে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ৩ উইকেটে হারিয়ে বাংলাদেশ জয় লাভ করেন।

২১. ১৮ অক্টোবর, ২০১১ তারিখ ৩য় ওয়ানডে ম্যাচে বাংলাদেশ ক্রিকেট দল ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ৮ উইকেটে পরাজিত করে বাংলাদেশ জয় লাভ করে।

২২. ২১-২৩ নভেম্বর, ২০১১ পর্যন্ত ভারতের নয়াদিল্লীতে অনুষ্ঠিত ১ম সাউথ এশিয়ান কারাতে চ্যাম্পিয়নশীপে বাংলাদেশ কারাতে দল ০৫টি রৌপ্য এবং ০৬টি ব্রোঞ্জ পদক লাভ করে।

২৩. ১৫ নভেম্বর, ২০১১ তারিখ বাংলাদেশে অনুষ্ঠিতমহিলা বিশ্বকাপ বাছাই পর্বে বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা দল জাপানকে ১০ উইকেটে হারিয়ে জয় লাভ করে।

২৪. ১৮ নভেম্বর, ২০১১ তারিখ বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত মহিলা বিশ্বকাপ বাছাই পর্বে বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা দল আয়ারল্যান্ডকে ৯৫ রানে হারিয়ে জয় লাভ করে।

২৫. ২৪ নভেম্বর, ২০১১ তারিখ বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত মহিলা বিশ্বকাপ বাছাই পর্বে বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা দল যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ৯ উইকেটে জয় লাভ করে।

২০১২ সাল

১. ১০-১৩ জানুয়ারী, ২০১২ তারিখ পর্যন্ত বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত ফজিলাতুননেসা মুজিব ২য় আন্তর্জাতিক মার্শাল আর্ট চ্যাম্পিয়নশীপ ২০১২ -এ ১৬টি দেশ অংশগ্রহণ করে এবং বাংলাদেশ ১৪টি স্বর্ণ পেয়ে ২য় স্থান লাভ করে।

২. ১০-২৪ জানুয়ারী, ২০১২ তারিখ পর্যন্ত ভারতের কোলকাতায় অনুষ্ঠিত ইন্দো-বাংলাদেশ বাংলা রেসলিং চ্যাম্পিয়নশীপে বাংলাদেশ ০২টি স্বর্ণ এবং ০৪টি রৌপ্য পদক লাভ করে।

৩. ২৪-২৬ ফেব্রুয়ারী, ২০১২ তারিখ পর্যন্ত ভারতের দিল্লীতে ফিবা এশিয়া বাস্কেটবল চ্যাম্পিয়নশীপে বাংলাদেশ রানার্স আপ হওয়ার গৌরব অর্জন করে।

৪. ১৬ মার্চ, ২০১২ তারিখ বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত এশিয়া কাপ ৪র্থ ক্রিকেট ম্যাচে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ভারতকে পাঁচ উইকেটে পরাজিত করে বাংলাদেশ।

৫. ২০ মার্চ, ২০১২ তারিখ বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত এশিয়া কাপ ৬ষ্ঠ ক্রিকেট ম্যাচে শ্রীলংকাকে পাঁচ উইকেটে পরাজিত করে বাংলাদেশ।

৬. ২২ মার্চ, ২০১২ তারিখ বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত এশিয়া কাপ ক্রিকেটের ফাইনাল খেলায় (বাংলাদেশ বনাম পাকিস্তান) বাংলাদেশ রানার্স আপ হওয়ার গৌরব অর্জন করে।

৭. ২৪ মার্চ, ২০১২ তারিখ নেপালের নেপালগঞ্জে ভারত্তোলোন চ্যাম্পিয়নশীপ ২০১২ এ বাংলাদেশ ০২টি গোল্ড, ০৩টি রৌপ্য এবং ০৪টি ব্রোঞ্জ পদক অর্জন করে।

৮. ১৬-২৪ এপ্রিল, ২০১২ তারিখ থাইল্যান্ডের ব্যাংককে অনষ্ঠিত এ এইচ এফ টুর্ণামেন্টে বাংলাদেশ হকি দল চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে এবং এশিয়া কাপে খেলার কৃতিত্ব অর্জন করে।

৯. এপ্রিল, ২০১২ তারিখ ইরানে অনুষ্ঠিত ডেভিস কাপে এশিয়া/ওশানিয়া অঞ্চল গ্রুপ-০৩ এর রেলিগেটেড রাউন্ডে বাংলাদেশ জয় লাভ করে।

১০. ০৭-১০ মে, ২০১২ তারিখ পর্যন্ত বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত বিটিসিএল আন্তর্জাতিক গলফ চ্যাম্পিয়নশীপে সিদ্দিকুর রহমান চ্যাম্পিয়ন হয়।

১১. ৩১ মে, ২০১২ তারিখ থেকে ০৪ জুন, ২০১২ তারিখ পর্যন্ত মালয়েশিয়াতে অনুষ্ঠিত তায়কোয়ানডো উন্মুক্ত চ্যাম্পিয়শীপে বাংলাদেশ দল ০৪ (চার) টি রৌপ্য ও ০২ (দুই) টি ব্রোঞ্জ পদক লাভ করে।

১২. ১২-২৬ জুন, ২০১২ তারিখ পর্যন্ত জিম্বাবুয়ের হারারেতে ত্রিদেশীয় টি-২০ ক্রিকেট সিরিজে বাংলাদেশ ১৫ জুন, ২০১২ তারিখ জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে ০৬ (ছয়) উইকেটে জয় লাভ করে এবং ১৬ জুন, ২০১২ তারিখ সাউথ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ০৩ (তিন) উইকেটে জয় লাভ করে।

১৩. ১৭ জুন, ২০১২ তারিখ পর্যন্ত থাইল্যান্ডে অনুষ্ঠিত গলফ কুইন্স কাপে সিদ্দিকুর রহমান যৌথভাবে ২য় স্থান লাভ করে।

১৪. মালয়েশিয়ায় অনুষ্ঠিত অনুর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপ ক্রিকেটে কাতারের বিপক্ষে বাংলাদেশ অনুর্ধ্ব-১৯ দল ৩২৮ রানের বিরাট ব্যবধানে জয় লাভ করে।

১৫. ১১-১৪ জুলাই, ২০১২ তারিখ পর্যন্ত বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত ১৬তম সার্ক চ্যাম্পিয়নশীপে বাংলাদেশ ক্যারম দল ০২ (দুই) টি রৌপ্য ও ০২ (দুই) টি ব্রোঞ্জ পদক লাভ করে ৩য় স্থান অধিকার করে।

১৬. ১১ আগষ্ট, ২০১২ তারিখ অষ্ট্রেলিয়ায় অনুষ্ঠিত অনুর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ ক্রিকেটে শ্রীলংকার বিপক্ষে বাংলাদেশ অনুর্ধ্ব-১৯ দল ২৫ রানে জয় লাভ করে।

১৭. ১৭-৩১ আগষ্ট, ২০১২ তারিখ পর্যন্ত দক্ষিণ কোরিয়ার কুকিয়ানে অনুষ্ঠিত ওয়ার্ল্ড তায়কোয়ানডো হ্যানম্যাডার প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশের মোঃ ইমতিয়াজ ইবনে আলী ব্রোঞ্জ পদক লাভ করেন।

১৮. ১৮-২১ জুলাই, ২০১২ তারিখ আয়ারল্যান্ডে অনুষ্ঠিত টি-২০ ক্রিকেট ম্যাচে ০৩ (তিন) ম্যাচের সিরিজে বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দল আয়ারল্যান্ডকে হোয়াইট ওয়াস করে ওয়াল্ড র‍্যাংকিং এ ৪র্থ স্থান অধিকার করার গৌরব অর্জন করে।

১৯. ২৫ জুলাই, ২০১২ তারিখ ১ম টি-২০ ক্রিকেট ম্যাচে বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দল নেদারল্যান্ডের বিরুদ্ধে ৮ উইকেটে জয় লাভ করে।

২০. ২৯ আগষ্ট, ২০১২ তারিখ আয়ারল্যান্ডে অনুষ্ঠিত ১ম মহিলা টি-২০ ক্রিকেট ম্যাচে আয়ারল্যান্ডকে ০৪ উইকেটে হারিয়ে বাংলাদেশ মহিলা ক্রিকেট দল জয় লাভ করে।

২১. ৩০ আগস্ট, ২০১২ তারিখ সিঙ্গাপুরে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক হকি চ্যাম্পিয়নশীপ লীগে ১ম ম্যাচে হংকংকে ০৬-০১ গোলে হারিয়ে বাংলাদেশ হকে দল জয় লাভ করে।

২২. ৩১ আগষ্ট, ২০১২ তারিখ সিঙ্গাপুরে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক হকি চ্যাম্পিয়নশীপ লীগে সিঙ্গাপুরকে ২য় ম্যাচে ০৪ গোলে হারিয়ে বাংলাদেশ হকি দল জয় লাভ করে।

২৩. ০২ সেপ্টেম্বর, ২০১২ তারিখ সিঙ্গাপুরে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক হকি চ্যাম্পিয়নশীপ লীগের শেষ ম্যাচে থাইল্যান্ডকে ০৬-০১ গোলে হারিয়ে বাংলাদেশ হকি দল জয় লাভ করে।

২৪. ০৬ সেপ্টেম্বর, ২০১২ তারিখ বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত ১ম আন্তর্জাতিক ০১ দিনের ম্যাচে বাংলাদেশ মহিলা ক্রিকেট দল দক্ষিণ আফ্রিকাকে ০২ (দুই) উইকেটে হারিয়ে জয় লাভ করে।

২৫. ০৮ সেপ্টেম্বর, ২০১২ তারিখ মালয়েশিয়ার সেলাদরে গলফ মাস্টার্সে বাংলাদেশের গলফ খেলোয়াড় সিদ্দিকুর রহমান তৃতীয় স্থান লাভ করে।

২৬. ০৮ সেপ্টেম্বর, ২০১২ তারিখ তুরস্কের ইস্তাম্বুলে অনুষ্ঠিত ৪০তম বিশ্ব দাবা অলিম্পিয়াডে বাংলাদেশ দাবা দল ১০ম স্থান অধিকার করে।

২৭. ০৯ সেপ্টেম্বর, ২০১২ তারিখ শ্রীলংকার কলম্বোতে অনুষ্ঠিত সাফ মহিলা ফুটবল টুর্ণামেন্টে ভুটানকে ০১ (এক) গোলে পরাজিত করে বাংলাদেশ মহিলা ফুটবল দল জয় লাভ করে।

২৮. ১০ সেপ্টেম্বর, ২০১২ তারিখ বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত ৩য় টি-২০ ক্রিকেট ম্যাচে দক্ষিণ আফ্রিকা মহিলা ক্রিকেট দলকে ০৭ (সাত) উইকেটে হারিয়ে বাংলাদেশ মহিলা ক্রিকেট দল জয় লাভ করে।

২৯. ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০১২ তারিখ শ্রীলংকায় অনুষ্ঠিত টি-২০ বিশ্বকাপ ক্রিকেটের প্রস্তুতি ম্যাচে জিম্বাবুয়েকে ০৫ (পাঁচ) উইকেটে হারিয়ে বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দল জয় লাভ করে।

৩০. ৩১ অক্টোবর হতে ০৪ নভেম্বর ২০১২ পর্যন্ত শ্রীলংকার রাজধানী কলম্বোতে অনুষ্ঠিত ৬ষ্ঠ ওয়ার্ল্ড ক্যারম চ্যাম্পিয়নশীপে পুরুষ দলগত ইভেন্টে ১৭টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ ৩য় স্থান অর্জন করে।

৩১. নভেম্বরে ভারতের নাগপুরে এনআইটি গ্র্যান্ড মাষ্টার দাবায় অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন হয় গ্র্যান্ডমাষ্টার জিয়াউর রহমান।

৩২. নভেম্বরে ভারতের অন্ধ্রপ্রদেশের বিশাখাপত্তমে ভাইজাগ গ্র্যান্ডমাষ্টার আন্তর্জাতিক ওপেন দাবা প্রতিযোগিতায় অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন হন এনামুল হোসেন রাজীব।

৩৩. ডিসেম্বরে সফর কারী শক্তিশালী ওয়েষ্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ৩-২ ম্যাচে ওয়ান-ডে সিরিজ জয় করে বাংলাদেশ।

৩৪. ২৮-৩০ নভেম্বর ২০১২ নেপালের ১ম সাউথ এশিয়ান গোজো রিউ কারাতে চ্যাম্পিয়নশীপে বাংলাদেশ একটি স্বর্ণ, একটি রৌপ্য ও দুইটি ব্রোঞ্জ জয় করে।

২০১৩ সাল

১. ২৯ জানুয়ারী হতে ০৫ ফেব্রুয়ারী, ২০১৩ পর্যন্ত দক্ষিণ কোরিয়ার পিয়াংচ্যাং -এ অনুষ্ঠিত স্পেশাল অলিম্পিক ওয়ার্ল্ড উইন্টার গেমস ফ্লোর হকি খেলায় বাংলাদেশ বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ক্রীড়া দল ২-০ গোলে কানাডাকে হারিয়ে স্বর্নপদক জয় করে অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে।

২. ২০ ফেব্রুয়ারী, ২০১৩ তারিখে ওয়ার্ল্ড হকি লীগে শক্তিশালী চীনকে ৩-২ গোলে পরাজিত করে বাংলাদেশ হকি দল।

৩. ২১ ফেব্রুয়ারী, ২০১৩ তারিখে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত বিশ্ব হকি লীগের ২য় রাউন্ডে ওমানকে ৪-১ গোলে পরাজিত করে বাংলাদেশ হকি দল।

৪. ২৩ ফেব্রুয়ারী, ২০১৩ তারিখে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত বিশ্ব হকি লীগের ২য় রাউন্ডে ফিজিকে ৮-৪ গোলে পরাজিত করে বাংলাদেশ হকি দল।

৫. ৫-১০ মার্চ ২০১৩ পর্যন্ত শ্রীলংকায় অনুষ্ঠিত এএফসি অনুর্ধ্ব-১৪ মহিলা রিজিওনাল ফুটবল চ্যাম্পিয়নশীপে বাংলাদেশ মহিলা ফুটবল দল রানার্স আপ হওয়ার গৌরব অর্জন করে ।

৬. ১৭-২০ ফেব্রুয়ারী, ২০১৩ পর্যন্ত বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত ৩য় বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব আন্তর্জাতিক মার্শাল আর্ট প্রতিযোগিতায় ৮টি দেশ অংশগ্রহণ করে এবং ১১টি স্বর্ণ, ২৮টি রৌপ্য ও ৪টি ব্রোঞ্জ পদক পেয়ে বাংলাদেশ ২য় স্থান অধিকার করার গৌরব অর্জন করে।

৭. ২৮ ফেব্রুয়ারী, ২০১৩ হতে ২ এপ্রিল, ২০১৩ তারিখ পর্যন্ত শ্রীলংকায় অনুষ্ঠিত প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশ ক্রিকেট দল শ্রীলংকার বিরুদ্ধে ১টি টেষ্ট ম্যাচ "ড্র" এবং একটি ১ দিনের ম্যাচে জয়লাভ করে।

৮. ৪-৭ এপ্রিল ২০১৩ তারিখ পর্যন্ত সিঙ্গাপুরে অনুষ্ঠিত অনুর্ধ্ব-১৬ এশিয়া কাপ হকি প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশ হকি দল রানার্স আপ হওয়ার গৌরব অর্জন করে।

৯. ১৭ এপ্রিল হতে ১২ মে, ২০১৩ পর্যন্ত জিম্বাবুয়েতে অনুষ্ঠিত ২য় টেষ্ট ম্যাচে বাংলাদেশ ক্রিকেট দল জিম্বাবুয়েকে ১৪৩ রানে হারিয়ে জয়লাভ করে, ৩টি ১ দিনের ম্যাচের ২য় ম্যাচে ১২১ রানে জিম্বাবুয়েকে হারিয়ে জয়লাভ করে এবং ২টি টি-২০ ম্যাচের ২য় ম্যাচে ৩৪ রানে হারিয়ে জয়লাভ করে।

১০. ৯-১২ মে, ২০১৩ পর্যন্ত ভারতের হরিয়ানার পঞ্চকোলায় অনুষ্ঠিত ১৯তম অল ইন্ডিয়া চৌধুরী রায় রনবির সিং হুদা অনুর্ধ্ব-১৭ ক্রিকেট চ্যাম্পিয়নশীপে বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে।

১১. ২৭-২৯ মে, ২০১৩ পর্যন্ত নেপালের রাজধানী কাঠমান্ডুতে অনুষ্ঠিত নেপাল ওপেন কারাতে চ্যাম্পিয়নশীপে বাংলাদেশ কারাতে দল ১টি স্বর্ণ, ৭টি রৌপ্য ও ৪টি ব্রোঞ্জ পদক লাভ করে।

১২. ৪-১১ জুন, ২০১৩ পর্যন্ত ভারতের এলাহাবাদে অনুষ্ঠিত ১৭তম ডুপ্লিকেট পেয়ার ব্রিজ প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশ সিনিয়র ব্রীজ দল রানার্স আপ হয়ে ইন্দোনেশিয়ারয় অনুষ্ঠিত বিশ্ব ব্রিজ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের গৌরব অর্জন করে।

১৩. ৫-১৪ জুন, ২০১৩ পর্যন্ত থাইল্যান্ডে অনুষ্ঠিত ১৪তম আশিয়ান এজ গ্রুপ দাবায় ১০ বছর বয়সী ফাহাদ রহমান চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে।

১৪. ৩-৫ জুলাই, ২০১৩ পর্যন্ত বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত দক্ষিণ এশিয়া বাস্কেটবল এসোসিয়েশন (সাবা) অনুর্ধ্ব-১৬ ফিবা এশিয়া বাস্কেটবল চ্যাম্পিয়নশীপে স্বাগতিক বাংলাদেশ অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে।

১৫. ১৫-২৫ আগস্ট, ২০১৩ সিংগাপুরে অনুষ্ঠিত এসএসসি ইমাজিং টিমস ক্রিকেট কাপে সিংগাপুর অনুর্ধ্ব-২৩ ক্রিকেট দলকে ৮ উইকেটে হারিয়ে বাংলাদেশ ক্রিকেট দল জয়লাভ করে।

১৬. ২১-৩০ সেপ্টেম্বর, ২০১৩ ইন্দোনেশিয়ায় অনুষ্ঠিত ইসলামিক সলিডারিটি গেমসে আরচ্যারীতে সিলভার ও তায়কোয়ানডোতে ব্রোঞ্জ পদক অর্জন করে।

১৭. বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত ২৫-২৯ আগস্ট, ২০১৩ পর্যন্ত আন্তর্জাতিক আমন্ত্রণমূলক মহিলা কাবাডি প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশ ব্রোঞ্জপদক অর্জন করে।

১৮. অক্টোবর ২০১৩ এশীয় অনুর্ধ্ব-১৪ টেনিসে বাংলাদেশের কাওসার আলী ও আরফানা ইসলাম প্রীতি দ্বিমুকুট লাভ করে।

১৯. ১-২২ অক্টোবর, ২০১৩ ওয়েষ্টইন্ডিজে অনুষ্ঠিত ৭টি ওয়ানডে ক্রিকেট ম্যাচে বাংলাদেশ আনুর্ধ্ব-১৯ ক্রিকেট দল ওয়েষ্ট ইন্ডিজকে হারিয়ে সিরিজ জয়লাভ করেন।

২০. ৯ অক্টোবর হতে ৬ নভেম্বর, ২০১৩ তারিখ পর্যন্ত বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত সাহারা কাপ ক্রিকেটে বাংলাদেশ ক্রিকেট দল ২টি টেস্টে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে 'ড্র' এবং ৩টি ওয়ানডে খেলায় ৩-০ তে নিউজিল্যান্ডকে হোয়াইট ওয়াস করার গৌরব অর্জন করেন।

২১. অক্টোবর ২০১৩ তারিখ এশীয় অনুর্ধ্ব-১৪ টেনিসে বাংলাদেশের আরফানা ইসলাম প্রীতি এবং রুবেল হোসেন চ্যাম্পিয়ন হয়।

২২. ৬-১০ নভেম্বর, ২০১৩ তারিখ পর্যন্ত ভারতে অনুষ্ঠিত হিরো ইন্ডিয়ান ওপেন গলফ টুর্ণামেন্টে বাংলাদেশের গলফার সিদ্দিকুর রহমান চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করেন।

২৩. নভেম্বর ২০১৩ বিটিআই আন্তর্জাতিক গলফ টুর্ণামেন্ট শিরোপা জিতেছে বাংলাদেশে জামাল হোসেন।

২৪. ২৫-৩০ নভেম্বর, ২০১৩ তারিখ পর্যন্ত মালয়েশিয়ায় অনুষ্ঠিত কমনওয়েলথ ভারোত্তোলন চ্যাম্পিয়নশীপে বাংলাদেশ ভারোত্তোলন দল ৩টি রৌপ্য ও ১টি ব্রোঞ্জপদক অর্জন করেন।

২৫. ১-৭ ডিসেম্বর, ২০১৩ পর্যন্ত অষ্টেলিয়ায় অনুষ্ঠিত স্পেশাল অলিম্পিক এশিয়ান প্যাসিফিক গেমসে বাংলাদেশ বুদ্ধি প্রতিবন্ধী দল ৪৩টি স্বর্ণ, ৩৫টি রৌপ্য এবং ১০টি ব্রোঞ্জপদক অর্জন করেন।

২৬. ডিসেম্বর ২০১৩ পর্যন্ত বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত ৭টি ১ দিনের ক্রিকেট ম্যাচে অনুর্ধ্ব-১৯ ক্রিকেট দল ওয়েস্টইন্ডিজ ক্রিকেট দলকে ১ম ম্যাচে ১০৪ রানে হারিয়ে বাংলাদেশ অনুর্ধ্ব-১৯ ক্রিকেট দল জয়লাভ করে এবং ২৬ রানে জয় লাভ করে।

২৭. ডিসেম্বর, ২০১৩ পর্যন্ত সংযুক্ত আরব আমিরাতে অনুষ্ঠিত বিশ্ব যুব দাবা অনুর্ধ্ব-১০ প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশের ফাহাদ রহমান সিলভার পদক অর্জন করে।

২৮. ২৫-২৬ ডিসেম্বর, ২০১৩ পর্যন্ত ভারতে অনুষ্ঠিত ১২তম আন্তর্জাতিক সো তোকান মার্শাল আর্ট করাতে প্রতিযোগিতায় ৩টি স্বর্ণ ও ৪টি রৌপ্য পদক অর্জন করে।

২৯. ৯-১৬ ডিসেম্বর, ২০১৩ পর্যন্ত ভারতের মুম্বাইতে অনুষ্ঠিত ৬ষ্ঠ বিশ্ব কারাতে গোজোকাই প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশ দল ৩টি স্বর্ণ ও ৪টি রৌপ্য পদক পেয়ে ২য় স্থান লাভ করে।

৩০. ২৬ ডিসেম্বর, ২০১৩ হতে ১৪ জানুয়ারী, ২০১৪ পর্যন্ত সংযুক্ত আরব আমিরাতে অনুষ্ঠিত অনুর্ধ্ব-১৯ এশিয়াকাপে মালয়েশিয়া ও আফগানিস্থানকে যথাক্রমে ৯ উইকেট এবং ১৬ রানে হারিয়ে জয় লাভ করে।

(খ) বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক টুর্ণামেন্ট ২০০৯-১৩

২০০৯ সাল

১. ১০-১৫ ফেব্রুয়ারী ২০০৯ পর্যন্ত ত্রিদেশীয় মহিলা আন্তর্জাতিক ক্রিকেট টুর্নামেন্ট বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হয়।

২. ৩০ মার্চ হতে ০৫ এপ্রিল ২০০৯ পর্যন্ত ডেভিস কাপ এশিয়া/ওশানীয়া গ্রুপ-৪ টেনিস প্রতিযোগিতা বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হয়।

৩. ০৫-০৯ জুলাই ২০০৯ পর্যন্ত সাউথ এশিয়ান শ্যুটিং প্রতিযোগিতা বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হয়।

৪. ১৯-২৫ অক্টোবর ২০০৯ পর্যন্ত ৫ম এশিয়ান আরচ্যারী গ্র্যান্ডপিক্স প্রতিযোগিতা বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হয়।

৫. ১৪-১৬ নভেম্বর ২০০৯ পর্যন্ত ২য় এশিয়া এয়ার গ্যান শ্যুটিং চ্যাম্পিয়নশীপ বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হয়।

৬. ১০-১৩ মে, ২০০৯ পর্যন্ আন্তর্জাতিক বীচ ভলিবল প্রতিযোগিতা বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হয়।

২০১০ সাল

১. ২৯ জানুয়ারি হতে ৯ ফেব্রুয়ারী ২০১০ পর্যন্ত ১১তম সাউথ এশিয়ান গেমস বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হয়।

২. ৫-১৫ মে, ২০১০ পর্যন্ত 'এ' ক্রিকেট দলের সাথে ত্রিদেশীয় ওয়ানডে ক্রিকেট খেলা বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হয়।

৩. ২১-২৫ মে ২০১০ তারিখ পর্যন্ত ফুটবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

৪. ২০-২৪ সেপ্টেম্বর, ২০১০ পর্যন্ত এএফসি অনুর্ধ্ব-১৯ মহিলা ফুটবল প্রতিযোগিতা বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হয়।

৫. ৫-৭ অক্টোবর, ২০১০ নিউজিল্যান্ড ক্রিকেট দলের সাথে বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের ৫ ম্যাচের ওডিআই ক্রিকেট ম্যাচ বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হয়।

৬. ০৭-০৯ অক্টোবর, ২০১০ পর্যন্ত আন্তর্জাতিক ক্লাব কাপ কাবাডি প্রতিযোগিতা বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হয়।

৭. ২২-২৩ অক্টোবর, ২০১০পর্যন্ত কোরিয়ান কাপ তায়কোয়ানডো প্রতিযোগিতা বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হয়।

৮. ১-১২ ডিসেম্বর, ২০১০ পর্যন্ত বাংলাদেশের সাথে জিম্বাবুয়ের আন্তর্জাতিক ৫টি মাইক্রোম্যাক্স কাপ ওডিআই ক্রিকেট ম্যাচ বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হয়।

৯. ১২-২৪ ডিসেম্বর, ২০১০ পর্যন্ত সাফ মহিলা ফুটবল টুর্ণামেন্ট বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হয়।

১০. ১৮-২১ ডিসেম্বর, ২০১০ পর্যন্ত আন্তর্জাতিক রেটিং দাবা প্রতিযোগিতা বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হয়।

২০১১ সাল

১. ১৮-২৫ জানুয়ারি, ২০১১ তারিখ পর্যন্ত আন্তর্জাতিক ওপেন রেটিং দাবা প্রতিযোগিতা বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হয়।

২. ২৫-৩০ জানুয়ারি, ২০১১ তারিখ পর্যন্ত আন্তঃমহাদেশীয় কারাতে প্রতিযোগিতা বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হয়।

৩. ১৯ ফেব্রুয়ারী, ২০১১ তারিখ থেকে ১৯ মার্চ, ২০১১ তারিখ পর্যন্ত আইসিসি বিশ্বকাপ ক্রিকেট এর আয়োজক হিসাবে ২টি কোয়ার্টার ফাইনালসহ ০৮টি খেলা বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হয়।

৪. ১১-১২ মার্চ, ২০১১ তারিখ পর্যন্ত লন্ডন অলিম্পিক ২০১২ প্রিকোয়ালিফাইং মহিলা ফুটবল প্রতিযোগিতা বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হয়।

৫. ০৯-১৩ এপ্রিল, ২০১১ তারিখ পর্যন্ত অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেট দলের সাথে বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের ০৩টি আন্তর্জাতিক ওয়ানডে ম্যাচ বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হয়।

৬. ৩-১৬ এপ্রিল, ২০১১ পর্যন্ত এশিয়া/ওশানিয়া/গ্রুপ-৩ টেনিস প্রতিযোগিতা বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হয়।

৭. ২৫-৩১ মে, ২০১১ তারিখ পর্যন্ত বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত ৩য় এশিয়ান আরচ্যারী গ্র্যান্ডপ্রিক্স-২০১১ বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হয়।

৮. ২৬-৩১ মে, ২০১১ তারিখ পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতা বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হয়।

৯. ২৯ জুন, ২০১১ তারিখফিফা ওয়ার্ল্ড কাপ ব্রাজিল এশিয়ান কলিফায়ার্স (রাউন্ড-১) বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হয়।

১০. ২২-৩০ জুলাই, ২০১১ তারিখ পর্যন্ত ৩য় এশিয়ান জুরখানে স্পোর্টস এন্ড কুস্তি পালোয়ানী চ্যাম্পিয়নশীপ বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হয়।

১১. ২৬-৩০ জুলাই ২০১১ তারিখ পর্যন্ত শেখ কামাল ইন্টারন্যাশনাল বাস্কেটবল চ্যাম্পিয়নশীপ বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হয়।

১২. ২০১১ ফিফা ওয়ার্ল্ড কাপ ব্রাজিল এশিয়ান কলিফায়ার্স (রাউন্ড-২) ২৮ জুলাই ২০১১ বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হয়।

১৩. ০৬ সেপ্টেম্বর, ২০১১ তারিখ ফিফা ইন্টারন্যাশনাল ফ্রেন্ডলি ম্যাচ (আর্জেন্টিনা বনাম নাইজিরিয়া) বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হয়।

১৪. ১-২২ ডিসেম্বর, ২০১১ পর্যন্ত বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের সাথে পাকিস্তান ক্রিকেট দলের ১ দিনের আন্তর্জাতিক এবং টেস্ট ম্যাচ বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হয়।

১৫. ৭-১০ ডিসেম্বর ২০১১ আন্তর্জাতিক সিরিজ ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতা বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হয়।

১৬. ২৮-৩০ ডিসেম্বর ২০১১ পর্যন্ত সুলতানা কামাল ৪র্থ সেন্ট্রাল সাউথ এশিয়ান আন্তর্জাতিক আর্টিষ্ট্রিক জিমন্যাস্টিক চ্যাম্পিয়নশীপ বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হয়।

২০১২ সাল

১. ১০-১৩ জানুয়ারী, ২০১২ তারিখ পর্যন্ত বাংলাদেশে ফজিলাতুননেসা মুজিব ২য় আন্তর্জাতিক মার্শাল আর্ট চ্যাম্পিয়নশীপ-২০১২ বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হয়।

২. ১১-২২ মার্চ, ২০১২ তারিখ পর্যন্ত এশিয়া কাপ-২০১২ ক্রিকেট বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হয় (বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান এবং শ্রীলংকা)।

৩. ৭-১০ মে, ২০১২ পর্যন্ত বিটিসিএল আন্তর্জাতিক গলফ টুর্ণামেন্ট বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হয়।

৪. ০৪-১৪ সেপ্টেম্বর, ২০১২ তারিখ পর্যন্ত দক্ষিণ আফ্রিকা মহিলা ক্রিকেট দল সাথে বাংলাদেশ মহিলা ক্রিকেট দল টি-২০ এবং ১ দিনের ক্রিকেট ম্যাচ বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হয়।

৫. ১৬ সেপ্টেম্বর হতে ০৫ অক্টোবর, ২০১২ পর্যন্ত ওয়েষ্ট ইন্ডিজ হাই পারফর্মেন্স 'এ' দলের সাথে বাংলাদেশ 'এ' দলের মধ্যে ২টি টেস্টম্যাচ ও ৩টি ১দিনের ম্যাট এবং ২টি টি-২০ ম্যাচ বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হয়।

৬. ০৭ নভেম্বর, ২০১২ তারিখ ১০ ডিসেম্বর, ২০১২ পর্যন্ত বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দলের সাথে ওয়েষ্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট দলে ০২(দুই– টি টেষ্টে, ০৫ (পাঁচ) টি ওয়ানডে এবং ০১ (এক) টি টি-২০ ক্রিকেট ম্যাচ বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হয়।

৭. ১০-২৪ নভেম্বর, ২০১২ তারিখ পর্যন্ত ফোকাল পয়েন্ট আন্তর্জাতিক জুনিয়র টেনিস চ্যাম্পিয়নশীপ-২০১২ গ্রুপ-৫ বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হয়।

৮. ০৬-১০ ডিসেম্বর, ২০১২ তারিখ পর্যন্ত ৬ষ্ঠ ওপেন আন্তর্জাতিক রেটিং মহিলা দাবা প্রতিযোগিতা বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হয়।

৯. ০৬-১০ হিসেম্বর, ২০১২ তারিখ পর্যন্ত আন্তর্জাতিক জুডো প্রতিযোগিতা ও কর্মশালা বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হয়।

১০. ২১-২২ ডিসেম্বর, ২০১২ তারিখ পর্যন্ত ৪১তম বিজয় দিবস ফ্রেন্ডশীপ আন্তর্জাতিক রোলবল চ্যাম্পিয়নশীপ ২০১২ বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হয়।

২০১৩ সাল

১. ১৭-২০ ফেব্রুয়ারী, ২০১৩ "ফজিলাতুন্নেছা মুপিব আন্তর্জাতিক মার্শাল আর্ট প্রতিযোগিতা-২০১৩" বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হয়।

২. ৭-১৬ মে, ২০১৩ পর্যন্ত আন্তর্জাতিক রেটিং দাবা প্রতিযোগিতা বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হয়।

৩. ২১-২৫ মে, ২০১৩ তারিখ পর্যন্ত এএফসি উইমেনস এশিয়া কাপ কোয়ালিফাইং ফুটবল প্রতিযোগিতা বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হয়।

৪. ১১-১৯ জুন, ২০১৩ তারিখ পর্যন্ত ১৬তম আন্তর্জাতিক রেটিং দাবা প্রতিযোগিতা বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হয়।

৫. ০৫. ৩-৫ জুলাই, ২০১৩ পর্যন্ত সাউথ এশিয়ান বাস্কেটবল (সাবা) অনুর্ধ্ব-১৬ ফিবা এশিয়া বাস্কেটবল চ্যাম্পিয়নশীপ বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হয়।

৬. ২৫-২৯ আগস্ট, ২০১৩ পর্যন্ত আন্তর্জাতিক আমন্ত্রণমূলক মহিলা কাবাডি প্রতিযোগিতা বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হয়।

৭. ০৯ অক্টোবর হতে ৬ নভেম্বর, ২০১৩ তারিখ পর্যন্ত নিউজিল্যান্ড এর সাথে বাংলাদেশের ২টি টেস্ট ম্যাচ, ৩টি ওয়ানডে এবং ১টি টি-২০ ম্যাচ বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হয়।

৮. ১১-২৪ নভেম্বর, ২০১৩ তারিখ পর্যন্ত আন্তর্জাতিক জুনিয়র র‍্যাংকিং টেনিস প্রতিযোগিতা বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হয়।

৯. ০৩-০৭ ডিসেম্বর, ২০১৩ তারিখ পর্যন্ত ইউনেক্সো সানরাইজ ওপেন ইন্টারন্যাশনাল ব্যাডমিন্টন চ্যালেঞ্জ কাপ-২০১৩ বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হয়।

১০. ৫-২১ ডিসেম্বর ২০১৩ পর্যন্ত ওয়েস্ট ইন্ডিজ অনুর্ধ্ব-১৯ ক্রিকেট দলের সাথে বাংলাদেশ অনুর্ধ্ব-১৯ ক্রিকেট দলের মধ্যে ৭টি ওয়ানডে ক্রিকেট ম্যাচ বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হয়।

দেশের অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন ইভেন্টে অনুষ্ঠিত প্রতিযোগিতা ও প্রশিক্ষণের প্রতিবেদন (২০০৯-১৩)

ক্র: নং:	সাল	প্রতিযোগিতা	প্রশিক্ষণ কর্মসূচী	প্রশিক্ষনার্থীদের সংখ্যা
১.	২০০৯	২৩২	৯৯	৭২৮০ জন (পুরুষ-মহিলা)
২.	২০১০	১২২	১৪৮	৩৫০০ জন (পুরুষ-মহিলা)
৩.	২০১১	১৬৮	১৯১	৪০০০ জন (পুরুষ-মহিলা)
৪.	২০১২	১২১	৩০৩	৪৫৪০ জন (পুরুষ-মহিলা)
৫.	২০১৩	৯৮	১৭৩	৭০০০ জন (পুরুষ-মহিলা)

জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের ২০০৯-১০, ২০১০-১১, ২০১১-১২, ২০১২-১৩, ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে বাস্তবায়িত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের সাফল্য

ক্র: নং:	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	প্রকল্প মূল্য (লক্ষ টাকায়)	ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫
	২০০৯-২০১০ অর্থ বছর			
১।	১১ তম সাউথ এশিয়ান গেমস উপলক্ষ্যে ঢাকা শহরের ক্রীড়া অবকাঠামো সমূহের সংস্কার, মেরামত, আধুনিকায়ন ও পুণঃ নির্মাণ এবং ক্রীড়া যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি সংগ্রহ প্রকল্প। (০১-০৭-২০০৮ হতে ৩০-০৬-২০১০ইং)	৪৮৮৪.৯৫	৪৮৪৮.৩৬	সমাপ্ত
২।	গুলশান শুটিং কমপ্লেক্স সম্প্রসারন ও আধুনিকীকরন প্রকল্প। (জুলাই ২০০৯ হতে জুন ২০১০ পর্যন্ত)	১০৫৬.৬২	১০৫৬.৬২	সমাপ্ত
	২০০৯-২০১০ এবং ২০১০-২০১১ অর্থ বছর			
৩।	আইসিসি মানসম্পন্ন ক্রিকেট স্টেডিয়ামে রূপান্তরের জন্য মিরপুর শের-ই-বাংলা স্টেডিয়াম সংস্কার ও উন্নয়ন প্রকল্প। (জুলাই ২০০৯ হতে জুন ২০১১ পর্যন্ত)	৭৮৪৯.৬০	৭৮৪৯.৩০	সমাপ্ত
৪।	"আইসিসি ক্রিকেট বিশ্বকাপ-২০১১ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের জন্য বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়াম রে সংস্কার ও উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্প। (জুলাই ২০০৯ হতে জুন ২০১১ পর্যন্ত)	৩৫০৮.২২	৩৪৩৯.৬৮	সমাপ্ত
৫।	"আইসিসি ক্রিকেট বিশ্বকাপ-২০১১ এর ভেন্যু হিসাবে চট্টগ্রাম জহুর আহমদ চৌধুরী স্টেডিয়াম রে সংস্কার ও উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্প। (জুলাই ২০০৯ হতে জুন ২০১১ পর্যন্ত)	৭১২৭.৭৮	৭১২৭.৭৮	সমাপ্ত

৬।	"আইসিসি ক্রিকেট বিশ্বকাপ-২০১১ এর বিকল্প ভেন্যু হিসাবে নারায়নগঞ্জ খান সাহেব ওসমান আলী স্টেডিয়ামের সংস্কার ও উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্প। (জুলাই ২০০৯ হতে জুন ২০১১ পর্যন্ত)	৬২৮২.০২	৬২৮২.০২	সমাপ্ত
৭।	"আইসিসি ক্রিকেট বিশ্বকাপ-২০১১ এর বিকল্প ভেন্যু হিসাবে খুলনায় অবস্থিত শেখ আবু নাসের স্টেডিয়ামের সংস্কার ও উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্প। (জুলাই ২০০৯ হতে জুন ২০১১ পর্যন্ত)	৫৬৪৬.৭৮	৫৬৩৮.৩২	সমাপ্ত
	২০১১-২০১২, ২০১২-২০১৩ ও ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছর			
৮।	"গোপালগঞ্জ জেলায় সুইমিংপুল ও জিমন্যাসীয়াম নির্মাণ, শেখ কামাল স্টেডিয়ামের উন্নয়ন, পুরাতন জেলা স্টেডিয়ামের সংস্কার এবং মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স নির্মাণ' প্রকল্প। (০১-০১-২০১১ হতে ৩১-১২-২০১৩ইং)	১০৪৪৪.৬৩	১০৩৯৪.১৩	সমাপ্ত
৯।	"২টি নতুন জেলা স্টেডিয়াম নির্মাণ (চুয়াডাঙ্গা ও হবিগঞ্জ জেলা), ৪টি জেলা স্টেডিয়াম (ময়মনসিংহ, নাটোর, টাঙ্গাইল ও ফরিদপুর) এবং ২টি মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্সের (খুলনা ও রাজশাহী) এর অধিকতর উন্নয়ন" প্রকল্প। (০১-০১-২০১১ হতে ৩১-১২-২০১৩ইং)	১০৭২৫.২০	১০৬২৫.০০	বাস্তব অগ্রগতি ৯২%।
	২০১২-২০১৩ ও ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছর			
১০।	গাজীপুর টঙ্গীস্থ টিএসএস মাঠে স্টেডিয়াম নির্মাণ প্রকল্প। (০১-০৭-২০১২ হতে ৩০-০৬-২০১৪ইং)	৭৬৯.৪০	৭৬৯.৪০	সমাপ্ত
১১।	পাবনা জেলার শহীদ এ্যাডভোকেট আমিন উদ্দিন স্টেডিয়ামের সংস্কার ও উন্নয়ন প্রকল্প। (০১-০৪-২০১৩ হতে ৩০-০৬-২০১৪ইং)	৯৯৫.৪৭	৯৯.৫২৫	সমাপ্ত

১২।	সিলেট বিভাগীয় স্টেডিয়ামকে আর্ন্তজাতিক মানের ক্রিকেট স্টেডিয়ামে উন্নীতকরণ প্রকল্প। (০১-০১-২০১২ হতে ৩০-০৬-২০১৫ইং)			৮৭৪২.৪৮	৮৬৮০.০০	বাস্তব অগ্রতি ৯০%।
১৩।	দেশের বিদ্যমান জেলা স্টেডিয়াম সমূহের সংস্কার ও উন্নয়ন ১ম পর্যায় প্রকল্প। (০১-০৭--২০১৩ হতে ৩০-০৬-২০১৬ইং)	১১০১৬.৪১	৭৬৬৫.৭৪	১২টি (মাগুরা, ঠাকুরগাঁও, গাইবান্ধা, মেহেরপুর, মাদারীপুর, রাঙ্গামাটি, শরীয়তপুর, গাজীপুর, কুষ্টিয়া, রাজশাহী, পঞ্চগড়, ঝিনাইদহ) জেলা স্টেডিয়ামের কাজ চলছে। অবশিষ্ট জেলা স্টেডিয়াম (নারায়নগঞ্জ, জামালপুর, রাজবাড়ী, নোয়াখালী, ফেনী, কুমিল্লা, দিনাজপুর, জয়পুরহাট, রংপুর, খুলনা, নড়াইল, সাতক্ষীরা, যশোর, পটুয়াখালী, বরগুনা, সুনামগঞ্জ) উন্নয়নের জন্য শীঘ্রই কার্যাদেশ প্রদান করা হবে।	বাস্তব অগ্রতি গড়ে ৯০%।

বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (বিকেএসপি) মাধ্যমে

অর্জিত সাফল্য

২০০৯

১. ডেভিস কাপে টেনিসে চ্যাম্পিয়ন।

২. দিল্লীতে অনূর্ধ্ব-১৬ জুনিয়র আন্তর্জাতিক নেহেরু হকি টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ।

২০১০

১. ইন্দোবাংলা গেমস এ্যাথলেটিক্সে হাইজাম্পে স্বর্ণপদক অর্জন।

২. ৮ম কমনওয়েলথ শ্যুটিং প্রতিযোগিতায় ১টি ব্রোঞ্জ পদক অর্জন।

৩. ১১তম সাফ গেমস স্যুটিং -এ ২টি স্বর্ণ, ৪টি রৌপ্য ও ২টি ব্রোঞ্জ পদক অর্জন।

৪. ১৯তম কমনওয়েলথ গেমস শ্যুটিং -এ ১টি ব্রোঞ্জ পদক অর্জন।

৫. ইন্দো-বাংলা গেমসে জিমন্যাষ্টিক্সে ০২টি স্বর্ণ পদক অর্জন।

৬. ঢাকায় ১১তম এসএ গেমস সাঁতার প্রতিযোগিতায় ৪টি সিলভার ও ৪টি ব্রোঞ্জ পদক অর্জন।

৭. দিল্লীতে অনূর্ধ্ব-১৬ জুনিয়র আন্তর্জাতিক নেহেরু হকি টুর্ণামেন্টে অংশগ্রহণ।

Rao Jai Shing Memorial Basketball Tournament - 2013 BKSP Team with DG BKSP Brig Gen Md.Emadul Haque ,ndc,psc

২০১১ সালঃ

১. সাউথ এশিয়ান জুডো প্রতিযোগিতায় ২টি স্বর্ণ, ১টি রৌপ্য ও ১টি ব্রোঞ্জ পদক অর্জন।

২. এটিএফ টেনিস অনূর্ধ্ব-১৪ সিরিজ টুর্নামেন্ট ২০১১ তে চ্যাম্পিয়ন।

৩. ভারতে ৮ম রাজিব গান্ধী অনুর্ধ-১৭ ক্রিকেট টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন।

৪. ঢাকায় ৪র্থ সেন্ট্রাল সাউথ এশিয়ান জিমন্যাস্টিক্স প্রতিযোগিতা মহিলা রানার আপ।

৫. দিল্লীতে অনূর্ধ্ব-১৬ জুনিয়র আর্ন্তজাতিক নেহেরু হকি টুর্ণামেন্টে অংশগ্রহণ।

২০১২ সালঃ

১. ভারতে অনুষ্ঠিত রাও জায়সিং বাস্কেটবল প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন।

২. এটিএফ টেনিস প্রতিযোগিতা-২০১২ তে বালক একক ও বালিকা দ্বৈতে বিকেএসপি চ্যাম্পিয়ন ও রানার আপ।

৩. স্পেনে ওয়ার্ল্ড জুনিয়র এ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ।

৪. ভারতে জায়সিং বাস্কেটবল প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন।

২০১৩ সালঃ

১. সিঙ্গাপুরে অনুর্ধ্ব-১৬ বালক এশিয়া কাপ হকি প্রতিযোগিতা ২০১৩ -এ অংশগ্রহণ করে রানার আপ হওয়ার সুবাদে চীনের নানজিং এ অনুষ্ঠিত বিশ্ব যুব হকি অলিম্পিক গেমসে অংশগ্রহণের যোগ্যতা অর্জন করে।

২. ভি এইচ আর ক্রিকেট অনুর্ধ্ব-১৯ অল ইন্ডিয়া টুর্ণামেন্টে রানার আপ।

৩. ভারতের চন্ডিগড়ে অনুষ্ঠিতব্য চৌধুরী রনবির সিং (হাডা) অনুর্ধ্ব-১৭ ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন।

৪. এটিএফ অনূর্ধ্ব-১৪ সিরিজ টেনিস প্রতিযোগিতা-২০১৩ (১ম লীগ) -এ বালিকা একক ও দ্বৈতে বিকেএসপি চ্যাম্পিনয় ও রানার আপ।

৫. বিকেএসপিতে অনুষ্ঠিফত এটিএফ এর (২য় লীগ) বালিকা এককে চ্যাম্পিয়ন এবং বালিকা দ্বৈত বিকেএসপি চ্যাম্পিয়ন ও রানার আপ।

৬. ৪র্থ জাপান কাপ জুনিয়র ক্যাডেট ও সিনিয়র কারাত প্রতিযোগিতা ২০১৩ -এ ৩টি স্বর্ণ ও ৩টি রৌপ্য পদক নিয়ে দলগত চ্যাম্পিয়ন।

৭. দিল্লীতে অনূর্ধ্ব-১৬ জুনিয়র আন্স্ট অংশগ্রহণ।

৮. পুনে ২০তম এশিয়ান এ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশীপ ৪ জন এ্যাথলেটের অংশগ্রহণ।

৯. চীনে যুব এশিয়ান গেমসে অংশগ্রহণ।

১০. সিঙ্গাপুরে অনুর্ধ্ব-১৬ বালক এশিয়া কাপ হকি টুর্নামেন্টে অংশগহণ।

১১. চীনে যুব এশিয়ান গেমসে অংশগ্রহণ।

১২. চীনে যুব এশিয়ান গেমসে অংশগ্রহণ।

১৩. ব্যাংককে ১ম এশিয়ান আরচ্যারি গ্রান্ড প্রিক্স প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ।

১৪. মালয়েশিয়ায় অনূর্ধ্ব-১৬ জুনিয়র ডেভিস কাপ-এ অংশগ্রহণ।

এছাড়াও বিকেএসপি কর্তৃক নিম্নরূপ সাফল্য অর্জিত হয়েছেঃ

(১)	(২)	(৩)		
		৫ (পাঁচ) বছরের সাফল্য		
ক্র:নং	কর্মকান্ডের বিষয়	পরিমাণগত	গুণগত	কাঠামোগত
	বিকেএসপি'র বিদ্যমান ক্রীড়া সুবিধাবলীর অধিকতর উন্নয়ন ও তৃণমূল পর্যায়ে ক্রীড়া প্রতিভা অন্বেষণ ও নিবিড় প্রশিক্ষণ প্রদান।	সমগ্র বাংলাদেশের ৬৪টি জেলা থেকে তৃণমূল পর্যায়ে ৪০,০০০ (চল্লিশ হাজার) ছাত্র-ছাত্রীর মধ্য থেকে ৬,০০০ (ছয় হাজার) জন ছাত্র-ছাত্রীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।	তৃণমূল পর্যায় হতে বাছাইকৃত ও প্রশিক্ষিত প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্য হতে বিকেএসপি'তে দীর্ঘমেয়াদী প্রশিক্ষণের জন্য ৯০% ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করা হয়।	প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত খেলাধুলা/ফিটনেস যন্ত্রপাতি এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতি (১০টি বিভাগের জন্য), ক্রীড়া বিজ্ঞান বিভাগের জন্য ফোর্স প্লাটফর্ম, ২টি মাইক্রোবাস, ক্রীড়া সামগ্রী এবং ফুটবল, বাস্কেটবল ও হকি মাঠ সংলগ্ন শ্রেণী কক্ষ ও স্টোররুম নির্মাণ, কলেজ ভবনের উর্ধমুখী সম্প্রসারণ, ওয়াটার হিটিং সিস্টেমসহ সুইমিংপুল নির্মান কাজ বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন আবাসিক ভবন ও বিদ্যমান ক্রীড়া সুবিধাবলী মেরামত ও আধুনিকায়ন কাজ বাস্তবায়ন করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় জমি অধিগ্রহণের কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
২।	বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ইনডোর প্রশিক্ষণের জন্য সিনথেটিক টার্ফ সহ বেইলম্যান হ্যাঙ্গার নির্মাণ			প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত সিনথেটিক টার্ফ স্থাপন, সাবস্ট্রাকচার, শ্রেণীকক্ষ, অডিটরিয়াম এবং প্রশাসনিক ভবন নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

এছাড়াও বিকেএসপি কর্তৃক নিম্নরূপ সাফল্য অর্জিত হয়েছেঃ

(১)	(২)	(৩)		
		৫ (পাঁচ) বছরের সাফল্য		
ক্র:নং	কর্মকান্ডের বিষয়	পরিমাণগত	গুণগত	কাঠামোগত
	বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিদ্যমান সিনথেটিক হকি টার্ফ প্রতিস্থাপন এবং স্থাপনা সমূহের সংস্কার ও উন্নয়ন			প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত সিনথেটিক টার্ফ প্রতিস্থাপন কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় বিকেএসপির অভ্যন্তরীন রাস্তা, ড্রেনেজ সিস্টেম এবং পানি সরবরাহ লাইন সংস্কার ও উন্নয়ন কাজ বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এছাড়া ৫ তলা ডরমেটরী (অফিসার্স) এর কাজ বাস্তবায়নাধীন আছে।

ক্রীড়া পরিদপ্তর এর কর্মকাণ্ডের

প্রতিবেদন

যুব ও ক্রীড়া মন্তণালয়ের আওতাধীন ক্রীড়া পরিদপ্তর দেশের সর্বস্তরের জনসাধারণের মধ্যে ক্রীড়া সচেতনতা সৃষ্টি, ক্রীড়া ক্ষেত্রে সুষ্ঠু পরিকল্পনা প্রনয়ণ ও বাস্তবায়ন, ক্রীড়া প্রতিভা বিকাশ, অটিজম ও বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের খেলাধুলায় অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি, দেশজ কৃষ্টি ও সংস্কৃতির সাতে সম্পর্কিত গ্রামীন খেলাধুলার আয়োজন, শিক্ষাঙ্গনে খেলাধুলার চর্চা, মহিলা ক্রীড়ার বিকাশ এবং ক্রীড়া পরিদপ্তরের আওতাধীন সরকারি শারীরিক শিক্ষা কলেজের মাধ্যমে যুব ও যুব মহিলাদের জন্য ব্যাচেলর অব ফিজিক্যাল এডুকেশন (বিপিএড) বিষয়ে শিক্ষাদান কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

বিগত ২০০৯ থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত ক্রীড়া পরিদপ্তর বার্ষিক ক্রীড়া কর্মসূচীর মাধ্যমে ক্রীড়ার বিভিন্ন বিষয়ে মাসব্যাপী নিবিড় প্রশিক্ষণ ও প্রতিযোগিতার আয়োজন, ক্রীড়ায় উদ্বুদ্ধকরণ, ক্রীড়া প্রভা নিরূপণ এবং আমাদের দেশের গ্রামীণ খেলা অঅয়োজনের মাধ্যমে ক্রীড়া উৎসবের আয়োজন করে। ক্রীড়া পরিদপ্তরের আওতাধীন ৬৪টি জেলা ক্রীড়া অফিসের মাধ্যমে এই বাৎসরিক ক্রীড়াসূচী বাস্তবায়িত হয়।

ক্রীড়া পরিদপ্তর বার্ষিক ক্রীড়া কর্মসূচীর মাধ্যমে ফুটবল, ক্রিকেট, হকি, ভলিবল, হ্যান্ডবল, সাঁতার, ব্যাডমিন্টন, দাবা, অ্যাথলেটিকস ও গ্রামীণ খেলা আয়োজন করে ২০০৯ সাল থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত ৫ বছরে ৪৬০৮০ ছেচল্লিশ হাজার আশি) জন ছেলে মেয়েকে নিবিড়

প্রশিক্ষণ প্রদান এবং ১,২০০০০ (এক লক্ষ বিশ হাজার) জন ছেলেমেয়েকে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি ও ৭,৫০,০০০ (সাত লক্ষ পঞ্চাশ) হাজার জন ছেলেমেয়েকে ক্রীড়ায় উদ্বুদ্ধকরণ করা হয়।

ক্রীড়া পরিদপ্তরের আওতাধীন ৬টি সরকারি শারীরিক শিক্ষা কলেজের মাধ্যমে সআতক ডিগ্রী-ধারী যুব ও যুব মহিলাদের ১ (এক) বছরের আবাসিক প্রশিক্ষণ প্রদানপূর্বক ব্যাচেলর অব ফিজিক্যাল এডুকেশন বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করা হয়। ২০০৯ থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত ৬টি সরকারি শারীরিক শিক্ষা কলেজ হতে মোট ১০০৯ (এক হাজার নয়) জন ছাত্র-ছাত্রী পিপিএড ডিগ্রী প্রাপ্ত হয়।

২০০৯-২০১৩ সাল পর্যন্ত ৫ (পাঁ) বছর ক্রীড়া পরিদপ্তরের মাধ্যমে সরকারের সাফল্য নিম্নরূপ ঃ

ক্রমিক	কর্মকান্ডের বিষয়	২০০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	মোট
১	ক্রীড়ার বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষনে অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা	৭৫১০	৭৮৫০	৭৯০০	১১১৪০	১১৬৮০	৪৬০৮০
২	ক্রীড়ার বিভিন্ন বিষয়ে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা	২১৫০০	২২৩০০	২৪২০০	২৫৬০০	২৬৪০০	১২০০০০
৩	ক্রীড়ার উদ্বুদ্ধকরণে অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা	১৩৮০০০	১৩৯০০০	১৪০০০০	১৫৬০০০	১৬৮০০০	৭৫০০০০
৪	সরকারি শারীরিক শিক্ষা কলেজের মাধ্যমে বিপিএড ডিগ্রী প্রদান।	৮৬	১৬৭	১৩২	২৩৫	২৮৯	১০০৯
৫	দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ক্রীড়া ক্লাবের অনুকূলে বিনামূল্যে ক্রীড়া সামগ্রী প্রদান।	৭৩৪২	৬৫৯৮	৬৯৪৫	৬২৮৪	৬৩১৮	৩৩৪৮৭
৬	দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ক্রীড়া ক্লাবের অনুকূলে আর্থিক প্রদান।	৮৪	৯২	১০৪	১০৮	১২২	৫১০
৭	জেলা ওয়েব পোর্টালে জেলা ক্রীড়া অফিসের তথ্য সন্নিবেশ করা।					সকল জেলা	
৮	ক্রীড়া পরিদপ্তরের ওয়েব সাইট তৈরী।	তৈরী	হালনাগাদ	হালনাগাদ	হালনাগাদ	হালনাগাদ	

এক নজরে বঙ্গবন্ধু ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশন

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী বাংলাদেশের প্রথম মহামান্য রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান 'বঙ্গবন্ধু ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশন' ১৯৭৫ সালের ০৬ আগস্ট তারিখে অনুমোদন করেন। পরবর্তীতে ০৯-০৮-৭৫ তারিখে উহা বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়ে গেজেটে প্রকাশের জন্য পত্র প্রেরণ করা হয় এবং গেজেটে প্রকাশের পূর্বেই ১৫-০৮-৭৫ তারিখে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে নির্শশভাবে হত্যা করা হয়। ২৬-০৮-৭৫ তারিখে বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক, মতিঝিল বানিজ্যিক এলাকা শাখায় বঙ্গবন্ধু ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশনের নামে বঙ্গবন্ধুর দেওয়া ৭(সাত) লক্ষ টাকা ৩(তিন) বৎসর মেয়াদী একটি স্থায়ী আমানত হিসেবে রাখা হয়। কিন্তু উক্ত ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম স্থগিত করা হয়।

২৮-০৪-৮৫তারিখে তৎকালীন সরকারের মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সিদ্ধান্ত নং- ১৭/৮৫ এর (প্রজ্ঞাপন নং-১৬৭, তারিখ ঃ ৩০-০৪-৮৫) মোতাবেক যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের অধীন বঙ্গবন্ধুর নাম বাদ দিয়ে 'বাংলাদেশ ক্রীড়াবিদ কল্যাণ ট্রাস্ট' গঠন করা হয়। অর্থ মন্ত্রণালয় হতে এই ট্রাস্ট পরিচালনার জন্য ১৯৭৪-৮৫ অর্থবছরে ৩৭.৫০ লক্ষ এবং ১৯৮৫-৮৬ অর্থবছরে ৩৯.৫০ লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়। অর্থাৎ সর্বমোট ৭৫.০০ লক্ষ টাকা নিয়ে এ ট্রাস্টের যাত্রা শুরু হয়। এছাড়া বঙ্গবন্ধু ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশনের পূর্বে বর্ণিত মূল ৭,০০,০০০/- (সাত লক্ষ) টাকা হস্তান্তরিত করে এই ট্রাস্টে জমা করা হয়। বঙ্গবন্ধু কন্যা ২০০৯ সালে দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় এসে বঙ্গবন্ধু ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশন আইন ২০১১, (৩নং আইনে) প্রণয়ন করেন এবং গত ৯ই মার্চ, ২০১১ তারিখ মহামান্য রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করে এবং গেজেটে প্রকাশিত হয়।

২০১১-২০১২ অর্থ বছরে বঙ্গবন্ধু ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশনের অনুকূলে অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ৫.০০ কোটি টাকা সিড মানি হিসেবে বরাদ্দ করা হয়েছে। পরবর্তীতে ২০১২-২০১৩ অর্থবছরে ক্রীড়া মন্ত্রণালয় আরো ০১(এক) কোটি টাকা এই ফাউন্ডেশনের অনুকূলে সিড মানি হিসেবে বরাদ্দ করা হয়। বর্তমানে এই ফাউন্ডেশনের তহবিলের পরিমাণ ৭,২০,৫০,০০০/- (সাত কোটি বিশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা যা স্থায়ী আমানত হিসেবে তফসিলি ব্যাংকে রাখা হয়েছে। এই টাকা হতে প্রাপ্ত মুনাফা দেশের আর্থিকভাবে অস্বচ্ছল ক্রীড়াবিদ/ক্রীড়া সংগঠকদের মধ্যে একাকালীন অনুদান হিসেবে বিতরণ করা হয়। ব্যাংকে রক্ষিত সিড মানি হতে প্রাপ্ত মুনাফা দ্বারা বর্তমানে বঙ্গবন্ধু ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশন হতে দেশের বিশিষ্ট

দুঃস্থ, আহত ও অসমর্থ ক্রীড়াসেবী এবং তাদের পরিবারবর্গের আর্থিকভাবে সর্বনিম্ন ১৫.০০০/- (পনের হাজার) টাকা হতে সর্বোচ্চ ৫০,০০০/- (পঁঞ্চাশ হাজার) টাকা পর্যন্ত অনুদান প্রদান করা হয়ে থাকে। বর্তমানে একটি নীতিমালা অনুসরন করে তা প্রদান করা হয়। নীতিমালাটি অনুযায়ী বঙ্গবন্ধু ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশনের প্রতিটি জেলায় জেলা প্রশাসক এর সভাপতিত্বে ১টি জেলা কমিটি রয়েছে। জেলা কমিটি প্রাথমিক যাচাই-বাছাই করে আবেদনগুলো পাঠানোর পর পুনরায় অত্র ফাউন্ডেশনের "প্রাক যোগ্যতা নির্ধারন কমিটি" দ্বারা চূড়ান্তভাবে যাচাই-বাছাই করে বোর্ড সভায় অনুমোদন করা হয়।

বঙ্গবন্ধু ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশনের সাফল্য নিম্নরুপঃ-

ক্র. নং	অর্থবছর	প্রাপ্ত আবেদন	অনুদান প্রদান	অর্থের পরিমাণ
১।	২০১০-২০১১	৬৫০ জন	৪০৩ জন (৫,০০০/-)	২০,১৫,০০০/-
২।	২০১১-২০১২	১৫০ জন	১১০ জন (১০,০০০/-)	১১,০০,০০০/-
৩।	২০১২-২০১৩	৭৮৯ জন	৫৩৩ জন (১৫,০০০/-)	৭৯,৯৫,০০০/-

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়